বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>242 >>32 Joystha 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৪২ >> << ৩২শে, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০>>

পুত্র আরিয়ানের মাদক মামলায় ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে নতুন মামলায় জড়ালেন শাহরুখ খান

মুম্বাই ঃ পুত্র আরিয়ান খানের মাদক মামলায় এবার নতুন করে মামলা দায়ের হল ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা শাহরুখ খানের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, তিনি নিজের ছেলেকে বাঁচানোর জন্য ঘুষ দিয়েছিলেন তদন্তকারী অফিসার সমীর ওয়াংখেড়েকে। তদন্তকারী অফিসার সমীর ওয়াংখেড়ের বিরুদ্ধে ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল আগেই। এখন জানা গিয়েছে, প্রাক্তন এনসিবি কর্তাকে সেই টাকা দিয়েছিলেন বলিউডের বাদশা নামে খ্যাত শাহরুখ খান। এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে বম্বে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। আগামী ২০ জুন এই মামলার শুনানি রয়েছে। ২০২১ সালের ২৮ অক্টোবর এনসিবির হাতে ধরা পড়েছিলেন আরিয়ান। অভিযোগ উঠেছিল যে, তাঁর কাছে মাদক ছিল। যদিও বর্তমানে সেই ড্রাগ মামলা থেকে মুক্তি পেয়েছেন শাহরুখপুত্র। অভিযোগ উঠেছিল, আরিয়ানকে বাঁচানোর জন্য এই মামলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত এনসিবি কর্তা সমীর ওয়াংখেড়ে ৫০ লক্ষ টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন। যার জন্য এফআইআরও দায়ের হয়েছিল। এবার জানা গেল, শাহরুখ নাকি এরপর সমীর ওয়াংখেড়েকে ঘুষ দিয়েও ছিলেন। বর্তমানে সেই অভিযোগেই তোলপাড় মুম্বই।

বাজার দর

SENSEX : 62917.63 -310.88
NIFTY : 18688.10 -67.80

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
40.00 °c	28.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .36 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .02 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

তিন লাখের বেশি অভিবাসন প্রত্যাশীকে প্রত্যাবাসন থেকে রেহাই দেবে যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক ঃ বাইডেন প্রশাসন মঙ্গলবার জানিয়েছে, তারা এল সালভাদর, হন্ডুরাস, নেপাল ও নিকারাগুয়া থেকে আসা ৩ লাখ অভিবাসন প্রত্যাশীর সাময়িক আইনি মর্যাদার মেয়াদ ২০২৫ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবে। ট্রাম্প প্রশাসনের নীতি অনুযায়ী তারা প্রত্যাবাসন ও ওয়ার্ক পারমিট হারানোর ঝুঁকিতে ছিলেন। সাময়িক সুরক্ষা কর্মসূচির (টিপিএস) আওতায় বাইডেন প্রশাসন এই ৪ দেশ থেকে আসা অভিবাসন প্রত্যাশীদের আইনগত ভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান ও কাজ করা অব্যাহত রাখার অনুমতি দেবে। টিপিএস কর্মসূচির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার উপায় নেই। তবে এটি ঊর্ধ্বে ১৮ মাস পর্যন্ত মানুষকে যুক্তরাষ্ট্রে আইনি মর্যাদা ও প্রত্যাবাসিত হওয়া থেকে সুরক্ষা দেয়। একইসঙ্গে এটি মানুষকে আইনগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার ওয়ার্ক পারমিট দেয়, যার মেয়াদ বাড়ানো সম্ভব। ১৯৯০ সালে কংগ্রেস টিপিএস চালু করেছিল এবং জানিয়েছেন, যেসব অভিবাসন প্রত্যাশীদের নিজেদের দেশে বসবাস করার পরিস্থিতি নিরাপদ নয়, তারা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের চাহিদা পূরণ সাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দেশটিতে থাকতে এবং কাজ করতে পারবে। বর্তমানে টিপিএস সুবিধার আওতায় ১৬টি দেশ রয়েছে, যার মধ্যে আছে আফগানিস্তান, ক্যামেরুন, এল সালভাদর, ইথিওপিয়া, হাইতি, হন্ডুরাস, মিয়ানমার, নেপাল, নিকারাগুয়া, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান, সুদান, সিরিয়া, ইউক্রেন, ভেনেজুয়েলা ও ইয়েমেন। ২০০১ থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রে এল সালভাদরের প্রায় ২ লাখ ৩৯ হাজার নাগরিক বসবাস করছেন। ১৯৯৮ সাল থেকে হন্ডুরাসের ৭৬ হাজার ও নিকারাগুয়ার ৪ হাজার নাগরিক দেশটিতে আছেন। ২০১৫ থেকে ১৪ হাজার ৫০০ নেপালি নাগরিকও দেশটিতে বসবাস করছেন। তারা সবাই টিপিএসের আওতায় তাদের আইনি মর্যাদা নবায়নের সুযোগ পাচ্ছেন।

আগস্টে ব্রিকস এর সদস্য হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ

জেনেভা ঃ আগস্টে বাংলাদেশ ব্রিকস-এর সদস্য হতে পারে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন। বুধবার জেনেভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠক নিয়ে ব্রিফিংয়ের সময় সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ''তারা (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও সাউথ আফ্রিকা) যে ব্রিকস ব্যাংকটা করেছে, সম্প্রতি আমাদের তাতে গেস্ট হিসেবে দাওয়াত দিয়েছিল। ব্যাংকে আমাদের সদস্য করেছে। আগামীতে তারা ব্রিকসে আমাদের সদস্য করবে, আগস্ট মাসে ওদের সম্মেলন হবে। প্রধানমন্ত্রী ইনশাল্লাহ সেখানে যাবেন।''

বর্তমানে ব্রিকস-এর সদস্য পাঁচ দেশ। একে আব্দুল মোমেন জানান, আগামীতে আরো আটটি দেশকে তারা সদস্য করবে। ''তার মধ্যে বাংলাদেশ, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইন্দোনেশিয়াকে তারা দাওয়াত দিয়েছে।''

ব্রিকস-এ যোগদানের সুবিধার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ''এটা আমাদের অর্থায়নের আরেকটি ক্ষেত্র হবে। আমাদের তো টাকা পয়সা দরকার। সেদিক থেকে এটা ভালো হবে।''

ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন সাউথ আফ্রিকাকে নিয়ে ২০১৫ সালে ব্রিকসের নিজস্ব ব্যাংক যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে অবশ্য এর নাম পাল্টে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক করা হয়েছে। ব্যাংকটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য পাঁচ দেশের পাশাপাশি ২০২১ সালে নতুন সদস্য হিসেবে যোগ দেয় বাংলাদেশ, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মিশর। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, ব্যাংকের পাশাপাশি এখন ব্রিকস জোটেও যোগ দিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

এদিকে জেনেভার প্যালেইস ডি নেশন্সে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট মাতামেলা সিরিল রামাফোসার সঙ্গে বৈঠক করেছেন শেখ হাসিনা।

একই স্থানে মাল্টার প্রেসিডেন্ট জর্জ ভেলার সঙ্গেও বৈঠক করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী মাল্টাকে বাংলাদেশ থেকে ওষুধ ও তৈরি পোশাক আমদানির অনুরোধ করেন বলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

অন্যদিকে সাউথ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট এবং মাল্টার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাদা বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী উভয়কে বাংলাদেশে তাদের মিশন খোলার অনুরোধ করেন। দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি তাদের সঙ্গে রোহিঙ্গা সংকট ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা হয় বলে জানান মোমেন।

এদিন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)'র মহাপরিচালক গিলবার্ট এফ হাউংবোর সাথেও বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

চীনা পাইলট প্রশিক্ষণ, অস্ত্র উন্নয়নে সহায়তা করা কোম্পানিগুলোর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার সমালোচনা করেছে বেইজিং

বেইজিং ঃ চীনের সামরিক পাইলটদের প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র বিকাশে সহায়তা করার সাথে জড়িত বলে ধারণা করা হয় এমন সংস্থাগুলোর ওপর যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত নতুন নিষেধাজ্ঞার সমালোচনা করেছে চীন। পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিন চীনা কোম্পানিগুলোকে আটকানোর জন্য ওয়াশিংটনকে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অপব্যবহার বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

সোমবার যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় নিরাপত্তা এবং বৈদেশিক নীতির স্বার্থে ৪৩টি সত্ত্বাকে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ তালিকায় রেখেছে। তালিকায় চীনা এবং বিদেশী উভয় কোম্পানিই রয়েছে।

তালিকাভুক্তদের মধ্যে ছিল ফ্রন্টিয়ার সার্ভিসেস গ্রুপ লিমিটেড নামে একটি নিরাপত্তা এবং বিমান চলাচল কোম্পানি, যা পূর্বে ব্ল্যাকওয়াটারের প্রতিষ্ঠাতা এরিক প্রিন্স দ্বারা পরিচালিত এবং টেস্ট ফ্লাইং একাডেমি অফ সাউথ আফ্রিকা এটি অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ সামরিক পাইলটদের চীনা উড়োজাহাজের প্রশিক্ষণ দেয় বলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নজরে ছিল। সংস্থাগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলে বিবেচিত কার্যকলাপের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি গ্রহণে বাধা দেয়া হয়েছে।গ অন্যান্য সংস্থাগুলোকে চীনের হাইপারসনিক অস্ত্রের উন্নয়ন, সেনাবাহিনী এবং বাণিজ্য বিভাগ সহায়তা আধুনিকীকরণে সহায়তা করার কারণে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছিল। যদিও দুটি দেশ জাতীয় নিরাপত্তা এবং মানবাধিকার ইস্যুতে বিতর্ক করছে, তারা দুর্ঘটনাজনিত সংঘর্ষ এড়াতে যোগাযোগ খোলা রাখার জন্যও কাজ করছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের এই সপ্তাহের শেষের দিকে বেইজিংএ সফর করার কথা ছিল। ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে চীনা একটি গুপ্তচর বেলুন ঢুকে পড়ার কারণে সেই সফর স্থগিত করা হয়।

নিকারাগুয়া সফরকালে ইরানের প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কড়া সমালোচনা করলেন

মানাগুয়া ঃ লাতিন আমেরিকায় প্রথম সফরে ইরানের কট্টরপন্থী প্রেসিডেন্ট মঙ্গলবার নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং উভয় নেতা অভিন্ন একটি বিষয়ের সমালোচনা করেন এবং তা হলো যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা। ভেনিজুয়েলার পর নিকারাগুয়া প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির দ্বিতীয় গন্তব্যস্থান। ইরানের অপর মিত্র কিউবা সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে তার। রাইসি মানাগুয়ায় নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল ওর্তেগার সাথে একটি যৌথ উপস্থিতিতে কথা বলেছেন। রাইসি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের জনগণকে হুমকি এবং নিষেধাজ্ঞা দিয়ে পঙ্গু করে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা তা করতে পারেনি। ওর্তেগার সরকারের অনেক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিও ভিন্নমতকে দমন এবং বিরোধীদেরকে কারারুদ্ধ বা নির্বাসিত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হয়েছেন। সোমবার রাইসি ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ভেনিজুয়েলাও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার অধীনে রয়েছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের সাথে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকার মিত্র দেশগুলোতে তার এই সফর সম্পন্ন হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করেছে, ইরান রাশিয়াকে মস্কোর পূর্বে একটি ড্রোন উৎপাদন কারখানা তৈরির জন্য উপকরণ সরবরাহ করেছে কারণ ক্রেমলিন ইউক্রেনে তার আক্রমণের জন্য অস্ত্রের স্থিতিশীল সরবরাহ নিশ্চিত করতে চায়। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা মনে করেন, রাশিয়ার প্ল্যান্টটি আগামী বছরের শুরুতে কাজ শুরু করতে পারে, তবে ইরান বলেছে, তারা যুদ্ধ শুরুর আগে রাশিয়াকে ড্রোন সরবরাহ করেছিল।

শিরোপা

কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদের মধ্যে যে রাজনৈতিক লড়াই, তার ছায়া সব ক্ষেত্রে পড়ছে

সেরার তালিকায় থেকেও 'উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠান' নয় যাদবপুর

কলকাতা ঃ বাজেটের অভাবে উৎকর্ষ কেন্দ্রের তকমা অধরা রইল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের। পঠনপাঠনে দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলির তালিকায় থাকা যাদবপুরের অর্থ সংকট আরো বৃদ্ধির আশঙ্কা।

'ইনস্টিটিউট অফ এমিনেন্স' অর্থাৎ উৎকর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রের শিক্ষা মন্ত্রক দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই শিরোপা দেয়। এর সঙ্গে দেয়া হয় আর্থিক সাহায্য। যোগ্যতার মাপকাঠিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় উত্তীর্ণ হলেও বাজেট সংক্রান্ত সমস্যায় তার শিরোপা প্রাপ্তি আটকে গিয়েছে।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল র‍্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে উৎকর্ষের নিরিখে তালিকাভুক্ত করে। এ বছরের তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে যাদবপুর। এক নম্বরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স। দ্বিতীয় স্থানে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ও তৃতীয় জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া।

এই তিনটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পর রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে কলকাতার প্রথম সারির এই প্রতিষ্ঠান। দ্বাদশ স্থানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী রয়েছে অনেক পিছিয়ে ৯৭ নম্বরে।

২০১৮ সালে যাদবপুর কে উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে বেছে নিয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রক। সেই সময় হাজার কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ দেওয়ার কথা ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়কে। শর্ত অনুযায়ী এর ২৫ শতাংশ টাকা দিতে হতো রাজ্য সরকারকে।

এই ব্যয়ভার বহন করতে না পারার কথা রাজ্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয় কেন্দ্রকে। প্যাকেজ কমানোর সুপারিশও করা হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন শেষমেষ যাদবপুরকে এই তালিকা থেকে বাদ রাখে।

গুণগত বিচারে যাদবপুর প্রথম সারিতে থাকায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মন্ত্রকের কাছে আবেদন করেন, যাতে তাদের উৎকর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা রাখা হয়। সেক্ষেত্রে বড় অঙ্কের আর্থিক অনুদান পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রক রাজ্যকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, যাদবপুরকে এই তালিকায় রাখা যাচ্ছে না। এর ফলে অনুদান থেকে বঞ্চিত হবে আর্থিক সঙ্কটে থাকা যাদবপুর। অনুদানের টাকা বিভিন্ন খাতে খরচ হওয়ার কথা। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের মেরামতি ও নির্মাণ, গবেষণা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনেক টাকা প্রয়োজন। এ ছাড়া গবেষণা প্রকল্প অব্যাহত রাখতে এবং গবেষকদের ভাতা দিতেও বড় অঙ্কের বরাদ্দ দরকার। অতীতে কেন্দ্র ও রাজ্যের ঘোষিত বরাদ্দেরও পুরোটা মেলেনি বলে অভিযোগ উঠেছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায় কেন্দ্রের সমালোচনা করেছেন। তার বক্তব্য, যাদবপুরকে উৎকর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা না দেওয়ার জন্য কুযুক্তি দেয়া হচ্ছে। অথচ যে বিশ্ববিদ্যালয় এখনো তৈরি হয়নি, সেটি জায়গা পেয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রের তালিকায়।

একই সুরযাদবপুরের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক তরুণ নস্করের মুখে। সাবেক বিধায়ক ডয়চে ভেলেকে বলেন, জিও ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস খোলেনি, তাকে হাজার কোটি টাকা দিয়েছে কেন্দ্র। তা হলে যাদবপুর কেন পাবে না? আদতে এটা শিক্ষার বেসরকারিকরণের একটা ধাপ।

রাজ্য সরকার বেতন খাতে অর্থ দিলেও বাকি বিপুল ব্যয় সামলাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কেন্দ্র ও রাজ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। সমস্যা কিছুটা সমাধানে যাদবপুরের সাবেক উপাচার্য সুরঞ্জন দাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই সাহায্যে কি প্রথম শ্রেণির একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ বছরের পর বছর ধরে রাখা সম্ভব?

যাদবপুরের কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বিশ্বাস বলেন, অনুদান ছাড়া উৎকর্ষ ধরে রাখা সম্ভব নয়। টাকা না পেলে গবেষণা এগোবে কী করে? এছাড়া পঠনপাঠনের উন্নতি, বৃত্তি দেয়া অসম্ভব হবে। সমস্যা হচ্ছে, এটা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ততটা ভাবিত নয়। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন যাদবপুরের রসায়নের অধ্যাপক, কার্টুন বিতর্কে একসময়ে গ্রেপ্তার হওয়া অম্বিকেশ মহাপাত্র। তিনি বলেন, শিক্ষা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। নইলে মাসের পর মাস স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করা হয় না? এখন আবার উপাচার্যের বেতন বন্ধের ফতোয়া দিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। এটা কি উৎকর্ষ রক্ষার অনুকূল পরিবেশ?

যাদবপুরের বঞ্চনার নেপথ্যে রাজনীতির সংঘাতকে দায়ী করছেন শিক্ষাবিদদের একাংশ। রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোসের বিরোধ এখন চরমে। স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে জটিলতা ক্রমশ বাড়ছে। যাদবপুরের প্রাক্তনী, শিক্ষাবিদ মীরাতুন নাহার বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদের মধ্যে যে রাজনৈতিক লড়াই, তার ছায়া সব ক্ষেত্রে পড়ছে। যাদবপুরের ক্ষেত্রেও একই বিষয় হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। এটা যদি হয় তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

বাংলা দৈনিক জাতীয় খবর রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

ব্রিজ ভূষণ শরণ সিংয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার নির্লজ্জ ঃ অসীম

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। কোডারমা জেলা সিপিএমের সম্পাদক অসীম সরকার একটি প্রেস বিবৃতি দিয়ে বলেছেন যে ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং মামলায় দিল্লি পুলিশের চার্জশিট রিপোর্ট শুধুমাত্র দিল্লি পুলিশ নয়, বিজেপির জন্য লজ্জা।পকসো আইন চালু হওয়ার পরও অভিযুক্ত সাংসদকে হুমকিধমকি দেওয়ার স্বাধীনতা মোদী সরকারের স্লোগানের বাস্তবতা সামনে এনেছে। শ্রী সরকার বলেন, আসলে এটা দিল্লি পুলিশের নয়, বিজেপির রিপোর্ট। ১৫ তারিখে ক্রীড়ামন্ত্রীর চার্জশিট দাখিলের কথাবার্তা তা প্রমাণ করে।যদিও এটি প্রথম ঘটনা নয়, তবে নারীদের প্রতি মোদি সরকারের মনোভাব দেখেছে দেশের মানুষ। সারা দেশের মানুষ কুস্তিগীরদের সংগ্রামের সঙ্গে আছে। জনগণ এই সরকারকে শিক্ষা দেবে।

ঔষধ ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল তার ঔষধের দোকান থেকে

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটার সুভাষপল্লীর এক ঔষধ ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল তার ঔষধের দোকান থেকে, মৃত ঔষধ ব্যবসায়ীর নাম বাদল চক্রবর্তী ড জানা গেছে এই ব্যবসায়ী আগে সরকারি চাকুরীজীবী ছিলেন এরপর অবসর গ্রহণের পর তিনি ফালাকাটায় নিজের বাড়ির পাশেই এক ঔষধের দোকান করেন, মঙ্গলবার সকালে তার দোকানের কর্মচারীরা সকালে দোকান খুলেই দেখেন তার মালিকের ঝুলছে সেই দোকানে , এরপর সেই কর্মচারী তার বাড়িতে গিয়ে তার ছেলে ও আত্মীয়স্বজনদের খবর দিলে তারা এসে এবং প্রতিবেশীরা লোকেরা এসে দেখেন তার ঝুলন্ত দেহ এরপর ফালাকাটা থানায় খবর দিলে ফালাকাটা থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে প্রথমে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে এরপর সেই মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ারে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে ফালাকাটা থানার পুলিশ, এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দেয়ালে,নর্দমায়,সিঁড়ির পাশে দেবদেবীর ছবি লাগানোর বিরোধিতা করলো বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকার দেয়ালে, নর্দমার পাশে,সিঁড়ির পাশে দেব দেবীর ছবি লাগানোর বিরোধিতা করে শিলিগুড়ির হাশমি চক থেকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয় পর্যন্ত মিছিল করলো বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। একইসাথে প্রদান করা হয় স্মারকলিপি।মঙ্গলবার, হাশমি চক থেকে এই মিছিল শুরু হয়। মিছিল থেকে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সদস্যরা অভিযোগ তোলেন যে, শহরের বিভিন্ন এলাকায় দেয়ালে, নর্দমার পাশে,সিঁড়ির পাশে হিন্দু দেবদেবীদের ছবি ব্যাবহার করা হচ্ছে, যা তারা দেবদেবীর ছবির অপব্যাবহার বলে মনে করছেন। এই ছবি লাগানো বন্ধের দাবি তোলেন তারা। এই বিষয়ে যাতে শিলিগুড়ি পুরনিগম সরকারি নোটিশ জারি করে তারও দাবি তোলা হয়। একইসাথে আরো বেশ কিছু দাবি নিয়ে পুরনিগমের কমিশনারকে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ের সামনে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখায় বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সদস্যরা।

তিনদিন পর ভুবনেশ্বর হাসপাতালের মর্গে খোঁজ মিলল মুন্ডুহীন যুবকের দেহ!শোকের ছায়া এলাকায়

হরিশ্চন্দ্রপুর ঃ প্রায় পাঁচ মাস পরে বোনের বিয়ের জন্য বাড়ি ফিরছিলেন চেন্নাইতে পাইপ লাইনের কাজে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিক কৃষ্ণ রবিদাস।কিন্তু নিয়তির করুন পরিহাস,আর তার বাড়ি ফেরা হলো না।গত শুক্রবার ঘটে যাওয়া উড়িশার বালেশ্বরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল কৃষ্ণ রবি দাসের।মাত্র ২৩ বছর বয়সে দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিতে হল কৃষ্ণ দাস কে।জানা গেছে,কৃষ্ণ রবি দাসের বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মালিওর১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পিপুলতলা গ্রামে।কৃষ্ণ রা চার ভাই দুই বোন।কৃষ্ণ ছিল বাড়ির ছোট ছেলে।বাড়িতে রয়েছে বৃদ্ধ বাবা হেমন্ত রবিদাস ও মা যশোদা রবিদাস।ছেলের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর থেকেই ঘন ঘন জ্ঞান হারাচ্ছেন মা যশোদা রবিদাস।কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার পরিজনরা।মৃত কৃষ্ণ রবিদাসের মা যশোদা রবিদাস জানান,ট্রেন দুর্ঘটনার পর তিনদিন ধরে কৃষ্ণের কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না।সরকারি হেল্পলাইনে ফোন করেও কোন খোঁজ মিলছিল না।অবশেষে সোমবার সরকারি সূত্রে খবর পেয়ে কৃষ্ণ’র দাদা অশোক রবিদাস উড়িশার ভুবনেশ্বর হাসপাতালের মর্গে ভাইয়ের মুন্ডুহীন দেহ সনাক্ত করেন।জামা,প্যান্ট,বেল্ট এবং পকেটে থাকা আধার কার্ড দেখে ভাইকে চিনতে পারেন দাদা।মৃতের বাবা হেমন্ত রবিদাস জানান,আগামী ১২ জুন তার ছোট মেয়ের বিয়ে রয়েছে।বোনের বিয়েতে অংশগ্রহণ করার জন্য কৃষ্ণ বাড়ি ফিরছিলেন।ইতিমধ্যে এই ট্রেন দুর্ঘটনায় কেড়ে নিল তার ছেলের প্রাণ।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,গত শুক্রবার উড়িশার বালেশ্বরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল।করমন্ডল এক্সপ্রেস এবং হামসাফার এক্সপ্রেস এর বগি গুলির মধ্যে একে অপরের ধাক্কায় তিন শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়।হামসাফার এক্সপ্রেস এর জেনারেল কম্পার্টমেন্টের যাত্রী ছিলেন কৃষ্ণ।তিনি চেন্নাই থেকে হাওড়া ফিরছিলেন।ট্রেনে ওঠার আগে বাড়িতে ফোন করেছিল কৃষ্ণ।সেই শেষ কথা। তারপর আর বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা হয়নি।এদিকে ট্রেন দুর্ঘটনার খবর আসার পর থেকেই কৃষ্ণের খোঁজে বারবার ফোন করছিলেন তার বাড়ির লোকেরা কিন্তু কোন খবর মিলছিল না।তিন দিন কেটে যাওয়ার পর সোমবার উড়িশার ভুবনেশ্বর হাসপাতালের মর্গ থেকে দাদা অশোক ভাইয়ের দেহ সনাক্ত করেন।আজ মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিশেষ অ্যাম্বুলেন্সে কৃষ্ণের দেহ গ্রামে বাড়িতে ফিরবে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।গ্রামের ছেলের মৃত্যুর সংবাদ এলাকায় পৌঁছাতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকা জুড়ে।খবর পেয়ে এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন কৃষ্ণের বাড়িতে গিয়ে সব রকম সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দেন।

চার বছরের ডিগ্রী কোর্স চালুর করার প্রতিবাদে আন্দোলনের সরব ডিএসও

শিলিগুড়ি ঃ স্নাতক স্তরে চার বছরের ডিগ্রী কোর্স চালুর প্রতিবাদ ও শিক্ষানীতি অবিলম্বে বন্ধ করার দাবিতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অভিযান সংগঠিত করল অল ইন্ডিয়া ডি এস ও দার্জিলিং জেলা কমেটি।মঙ্গলবার এই দাবিতে শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্ক থেকে একটি মিছিল সংগঠিত করা হয় গুরু নানক চকে গিয়ে শেষ হয় পরবর্তিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের দাবি সম্বলিত দাবি পত্র তুলে দেন বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষের হাতে।

দার্জিলিং পার্বত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ শিলিগুড়ির বিধায়কের

শিলিগুড়ি ঃ দার্জিলিং হিল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য নিয়োগে নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছে। এই নিয়োগে ইউজিসির নির্দেশিকা বিবেচনা করা হয়নি।দার্জিলিং হিল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য নিয়োগে বিনিময়ের অভিযোগ তুললেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। ইউজিসির গাইডলাইন না মেনে হিল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুললেন তিনি। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে ওই অভিযোগ করেন শংকর ঘোষ। শংকর ঘোষ ছাড়াও এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পৌর নিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন, বিজেপি নেত্রী জ্যোৎস্না আগারওয়াল।

CSP কর্মীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করল গ্রাহকরা

শিলিগুড়ি। গ্রাহকদের টাকা জমা নিয়ে বন্ধ একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের CSP এর গা ঢাকা দিয়ে থাকা কর্মীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করল গ্রাহকরা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের বাগডোগরা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত রাঙ্গাপানি এলাকায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট খোলা হয়েছিল। সেখানে নিজেদের টাকা জমা রেখেছিলেন ব্যাংকের বেশ কয়েকজন গ্রাহক। তবে কিছু দিন থেকে আচমকাই বন্ধ হয়ে যায় ওই CSP। সাথেই সমস্ত টাকা নিয়ে গা ঢাকা দেয় CSP এর দায়িত্বে থাকা এক কর্মী। পরে বিক্ষোভও দেখায় গ্রাহকেরা। এবার ওই ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও অভিযুক্তের গ্রেপ্তারের জন্য বাগডোগরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করল গ্রাহকরা। ঘটনায় প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিশ।

উত্তর দিনাজপুরে বুথ কমিটি গঠন নিয়ে তৃণমূলের দলাদলি, মারধরের শিকার হলেন জোনাল সভাপতি

উত্তর দিনাজপুর ঃ বুথ কমিটি গঠন নিয়ে রায়গঞ্জের বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিকে মারধরের অভিযোগে চাঞ্চল্য। আহত অঞ্চল সভাপতি রায়গঞ্জ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন। অভিযোগের তীর পঞ্চায়েতের উপ প্রধানের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। তবে তৃণমূলেরই গোষ্ঠী দ্বন্দ মেনে নিলেও এই ঘটনায় তিনি জড়িত নন বলে দাবী করেন উপ প্রধান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য। অভিযোগ সোমবার রাতে বীরঘই অঞ্চলের ভুপালপুর বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন বুথ কমিটি ঘোষণা করতে গিয়েছিলেন অঞ্চল সভাপতি কৈলাশ চন্দ্র বর্মন সহ কয়েকজন নেতৃত্ব। ফেরার পথে ভুপালপুর এলাকাতে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্য গোষ্ঠী লাঠি সোটা নিয়ে তাকে আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় সোমবার মধ্যরাতে আহত অঞ্চল সভাপতিকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সমস্ত ঘটনা দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন আক্রান্ত তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা। ঘটনায় জখম কৈলাশ চন্দ্র বর্মন উপ প্রধানের গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাকে মারধরের অভিযোগ তোলেন। অন্যদিকে এই ঘটনায় অভিযুক্ত বীরঘই পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রফিকুল আলম এই ঘটনা তৃণমূলেরই দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে তিনি এই বিষয়ে কিছু জানেন না, আর বিষয়টি তিনি উর্ধ্বতন নেতৃত্বকে জানিয়েছেন বলে জানান তিনি।

ত্রিকোন প্রেমের জেরে বচাসকে কেন্দ্র করে এক যুবককে গুলি করে হত্যা শিলিগুড়ির দেবীডাঙ্গা

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির দেবীডাঙ্গার কোয়ার্টার লাইন এলাকায় ত্রিকোন প্রেমের জেরে বচাসকে কেন্দ্র করে এক যুবককে গুলি করে হত্যার অভিযোগ উঠল অপর এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো মঙ্গলবার সকালে। ঘটনায় মৃত যুবকের নাম অমৃত গোস্বামী। অন্যদিকে ঘটনায় অরুণ নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে অমৃতকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে অরুণ অমৃতকে তার বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আসে, এরপর দুজনের মধ্যে বচসা হয় ।অভিযোগ সেই সময় অরুণ অমৃত গোস্বামীকে গুলি করে।

WBSEDCL এর অস্থায়ী কর্মীকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো ওই দপ্তরের আধিকারিকের বিরুদ্ধে

উত্তর দিনাজপুর ঃ WBSEDCL এর অস্থায়ী কর্মীকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো ওই দপ্তরের আধিকারিকের বিরুদ্ধে।বুধবার সকালে বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রশাসনিক ভবনের অস্থায়ী কর্মী অনিমেষ দত্তের উপর হঠাৎ চড়াও হয় ওই দপ্তরের ডিভশনাল এইচ. আর বন্ধু বিশ্বাস।তবে কী কারণে বন্ধু বিশ্বাস চড়াও হন সে বিষয় নিয়ে অনিমেষ দত্ত স্পষ্ট ভাবে কিছু না জানাতে পারলেও অন্যান্য কর্মীরা জানান, অফিসে উপস্থিতি নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে বন্ধু বিশ্বাস ও অনিমেষ দত্তের মধ্যে ঝামেলা চলছিলো। সেই নিয়ে আজ হঠাৎ চড়াও হয় বন্ধু বিশ্বাস। মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় অনিমেষ দত্তকে।রক্তাক্ত অবস্থায় অনিমেষ বাবুকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয় এরপর অনিমেষ বাবু রায়গঞ্জ থানায় আসেন লিখিত অভিযোগ জানাতে। অন্যদিকে এই ঘটনা বিষয় নিয়ে অভিযুক্ত বন্ধু বিশ্বাস সংবাদ মাধ্যমের সামনে স্পষ্ট ভাবে কিছু না বলতে চাইলেও তার বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি।

আশির্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স এবং গোল্ড লোনের ইসলামপুর শাখার ম্যানেজার ও সহকারী ম্যানেজারকে গতকাল রাতেই গ্রেপ্তার করেছিল ইসলামপুর থানার পুলিশ

উত্তর দিনাজপুর ঃ আশির্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স এবং গোল্ড লোনের ইসলামপুর শাখার ম্যানেজার ও সহকারী ম্যানেজারকে গতকাল রাতেই গ্রেপ্তার করেছিল ইসলামপুর থানার পুলিশ। বুধবার ধৃতদের ইসলামপুর আদালতে পাঠাল ইসলামপুর থানার পুলিশ। আদালতে পাঠানোর আগেই ইসলামপুর থানায় ধৃত আশির্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স এবং গোল্ড লোনের ইসলামপুর শাখার ম্যানেজার প্রবাল গুরুং বলেন, তিনি কিছু জানেন না, তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। অন্যদিকে সহকারী ম্যানেজার মহম্মদ শাহনওয়াজ বলেন, তিনি কিছু করেননি সব ম্যানেজার জানে। এদিকে ১৪ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে ধৃতদের আদালতে পাঠিয়েছে ইসলামপুর থানার পুলিশ। তদন্তে কি বেরিয়ে আসবে সেতো পরের কথা কিন্তু আশির্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স এবং গোল্ড লোনের ইসলামপুর শাখার গ্রাহকরা বড়সড় বিপত্তিতে পড়ে গেল বলে মত বিভিন্ন মহলের।

‘পশ্চিমবঙ্গে শুধু দুর্নীতি সমস্ত কিছুতে ৪০ কমিশন এই সরকার ৪০ কমিশনার সরকার’সুশীল মোদী

আলিপুরদুয়ারঃ পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার মনে করছে কেন্দ্রের বিভিন্ন পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গে বাস্তবায়ন হলে তার কৃতিত্ব পেয়ে যাবে নরেন্দ্রমোদী সরকার সেই জন্য কেন্দ্রের কোনো পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গে বাস্তবায়ন করতে দিচ্ছেনা তৃণমূল সরকার।আলিপুরদুয়ার বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান বিহারের প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার সাংসদ সুশীল মোদী।এদিন তিনি জানান কেন্দ্রের সমস্ত পরিকল্পনা ও স্কিম থেকে বাংলার মানুষ বঞ্চিত। তিনি আরো জানান পশ্চিমবঙ্গে শুধু দুর্নীতি সমস্ত কিছুতে ৪০ কমিশন এই সরকার ৪০ কমিশনার সরকার।কোচবিহার বিষয়ে সুশীল মোদী জানান কোচবিহারের রাজা নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করিনি কোচবিহারের রাজা তো প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন তিনি এই এলাকার জন্য অনেক কিছু করেছেন।

বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদীর বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে কোচবিহার রাজবাড়ির সামনে বিক্ষোভ

কোচবিহার ঃকোচবিহারের মহারাজা এবং কোচবিহারের রাজকন্যাকে নিয়ে বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদীর বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে আজ কোচবিহার রাজবাড়ীর সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তৃনমূল ছাত্র পরিষদ এর সদস্যরা। উল্লেখ্য গতকাল কোচবিহার রাজবাড়ি পরিদর্শন করার পর সুশীল মোদী বলেন,কোচবিহারে এই রাজমহল খুব ভালো। সেই সময়ের রাজামহারাজারা গরীব জনগণের টাকায় নিজের বিলাসিতার জন্য এই ধরনের মহল তৈরি করেছে। সেই সময়কালের বেশিরভাগ মহারাজাদের জনগণের প্রতি কোন দায়বদ্ধতা ছিল না। জনগণের কাছ থেকে জোর জবরদস্তি টেক্স আদায় করতো এবং বিলাসিতা করত। তারা একাধিক বিয়ে করতো, স্বীকার করত , বাঘ কমে গিয়েছে এর অন্যতম কারণ এই সমস্ত রাজা মহারাজারা। এছাড়াও তিনি বলেন গায়ত্রী দেবী জয়পুরের মহারানী ছিলেন। ১৯৬২ সালে নির্বাচনে তার বিরুদ্ধে একজন সুইপার পতিতদ্বন্দ্বিতা করেছিল। সুশীল মোদীর এই ধরনের মন্তব্যের পর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আঃেদালন শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

ফের টোটো দুর্ঘটনায় আহত ৫ জন! বাগডোগরা বিহার মোড়ে

শিলিগুড়ি ঃ ফের টোটো দুর্ঘটনায় আহত ৫ জন! বাগডোগরা বিহার মোড়ের কাছে দ্রুতগামী টোটো উল্টে দুর্ঘটনায় পড়ে।জানা গিয়েছে টোটোতে চালকসহ মোট ছয়জন ছিলেন। দ্রুত গতির টোটোটি রাস্তার কাছে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়লে যাত্রীরা গুরুতর আহত হয়। আহতরা সকলেই পেশায় শ্রমিক ছিলেন।পরে স্থানীয় ও বাগডোগরা ট্রাফিকের সাহায্যে আহতদের চিকিৎসার জন্য বাগডোগরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ৩জনকে জখম অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে।অন্যদিকে পুলিশ টোটো চালককে গ্রেফতার করার পাশাপাশি টোটো বাজেয়াপ্ত করেছে।টোটো চালকের নাম মঞ্জু শ্রীবাস্তব (২৬)বাগডোগরার টাইগার বস্তির বাসিন্দা।

রাস্তার ওপর এক যুবককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করার চেষ্টা শিলিগুড়ির আশিঘর মোড়ে

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির আশিঘর মোড়ে প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তার ওপর এক যুবককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করার চেষ্টার অভিযোগ উঠল ওপর এক যুবকের বিরুদ্ধে।মঙ্গলবার সকালে ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো আশিঘর মোড় এলাকায়। জানা গিয়েছে স্বপন রায় নামে ওই এলাকারই এক যুবকের সাথে অপর এক যুবকের। অভিযোগ এরপরই ওই যুবক স্বপনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে স্বপন। এরপরই স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। অন্যদিকে এই ঘটনার পর অভিযুক্ত ওই যুবক আশিঘর ফাঁড়িতে গিয়ে নিজে আত্মসমর্পণ করে। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ওড়িশায় ট্রেন দুর্ঘটনায় ময়নাগুড়ির তরুণ রায়ের মরদেহ বাড়িতে পৌঁছল, জানাজায় ভিড় জমান ভিড়

জলপাইগুড়ি ঃ উড়িষ্যার ট্রেন দুর্ঘটনায় ময়নাগুড়ির তরুণ রায়ের মৃতদেহ মঙ্গলবার সকালে জলপাইগুড়ির মেডিকেল ও কলেজ হাসপাতালে এসে পৌঁছালে এখান থেকে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিশেষ অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে আসা হয় জলপাইগুড়িতে। এখান থেকেই ময়নাগুড়িতে বাড়ির উদ্দেশ্যে মৃতদেহ নিয়ে যায় মৃতের ভাই অমিত রায়। ময়নাগুড়ির এই এলাকায় হাজারো মানুষের ভিড়, শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকাজুড়ে ।অবশেষে তরুনের মৃতদেহ ময়নাগুড়ির মাধবডাঙ্গার বাড়িতে এসে পৌঁছালে কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের লোকজন সহ প্রতিবেশীরা। উপস্থিত ময়নাগুড়ির বিডিও, ময়নাগুড়ি থানার টঋ, ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় সহ প্রশাসনের আধিকারিক সহ অন্যান্যরা। এদিন মৃত তরুণ রায়ের বাড়ির চারিদিকে যেন কান্নার আওয়াজ। অবশেষে মৃতদেত সংকারের জন্য শ্মশানের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়।

শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট নিয়ে তৈরি হওয়া রিভিউ কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হল

শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট নিয়ে তৈরি হওয়া রিভিউ কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের কার্যালয়ে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। জানা গিয়েছে বিধান মার্কেটে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নিয়েছে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ। সেই কাজের অগ্রগতি এদিন খতিয়ে দেখা হয়। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত হয়ে SJDA চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী জানান একটি ডিজিটাল বক্স তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তার মধ্যে ওই মার্কেটের ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম তথ্য নথিভুক্ত করা থাকবে। একজন ব্যবসায়ীর নাম সেখানে জমা করলে তার দোকান ও লাইসেন্স সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য উঠে আসবে। এতে ব্যবসায়ীদের নথি সংরক্ষণ করে রাখার ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হবে বলে চেয়ারম্যান জানান।

কোচবিহারের রাজা মহারাজা এবং রাজকন্যার নামে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগ সুশীল মোদীর বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ কোচবিহারের রাজা মহারাজা এবং কোচবিহারের রাজকন্যা গায়ত্রী দেবীর নামে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগ বিহারের প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদীর বিরুদ্ধে। সুশীল মোদি তার বক্তব্য প্রত্যাহার না করলে রাস্তায় নেমে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিল তৃণমূল কংগ্রেস। উল্লেখ্য আজ সকালে কোচবিহারে আসেন বিহারের প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সংসদ সুশীল মোদি। তিনি কোচবিহারে এসে আজ কোচবিহারের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ পরিদর্শনে যান। সেই রাজপ্রাসাদ পরিদর্শনের পর তিনি বলেন, কোচবিহারে এই রাজমহল খুব ভালো। সেই সময়ের রাজামহারাজারা গরীব জনগণের টাকায় নিজের বিলাসিতার জন্য এই ধরনের মহল তৈরি করেছে। সেই সময়কালের বেশিরভাগ মহারাজার জনগণের প্রতি কোন দায়বদ্ধতা ছিল না। জনগণের কাছ থেকে জোর জবরদস্তি টেক্স আদায় করতো এবং বিলাসিতা করত। তারা একাধিক বিয়ে করতো, স্বীকার করত , বাঘ কমে গিয়েছে এর অন্যতম কারণ এই সমস্ত রাজা মহারাজারা। এছাড়াও তিনি বলেন গায়ত্রী দেবী জয়পুরের মহারানী ছিলেন। ১৯৬২ সালে নির্বাচনে তার বিরুদ্ধে একজন সুইপার পতিতদ্বন্দ্বিতা করেছিল। সুশীল মোদীর এই ধরনের মন্তব্যের পথ রাজ পরিবারকে অপমান করা এবং কোচবিহার বাসীর ভাবাভেগে আঘাত করার অভিযোগ তুলে আঃেদালনে নামার হুঁশিয়ারি দেয় তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন এই ঘটনার প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, কোচবিহারের রাজা মহারাজাদের নিয়ে কোচবিহারের মানুষের একটা ভাবাবেগ রয়েছে। সেই আবেগে আঘাত করেছেন সুশীল মোদি। তিনি বলেন, কোচবিহারের রাজারা ছিল প্রজা বৎসল। সুশীল মোদি গায়েত্রী যদি কেউ পরিচিত মন্তব্য করতে দ্বিধাবোধ করেননি। আশ্চর্যজনকভাবে দেখা যায় সুশীল মোদির দুদিকে কোচবিহারের দুই বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে এবং সুকুমার রায় দাঁড়িয়ে থাকলেও তার কোন প্রতিবাদ করেনি। সুশীল মোদির এই মন্তব্য কে ধিক্কার জানিয়ে পার্থ প্রতিম রায় বলেন, সুশীল মদি তার কথা প্রত্যাহার করুক। না হলে আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

কুমারগ্রামের অমরপুর ও বিত্তিবাড়িতে নদীবাঁধ নির্মাণকাজের সূচনা করলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি

আলিপুরদুয়ার ঃ মঙ্গলবার কুমারগ্রাম ব্লকের অমরপুর ও বিত্তিবাড়ি এলাকায় নদীবাঁধ নির্মাণ কাজের সূচনা হল। অমরপুর ও বিত্তিবাড়ি দু’টি এলাকাতেই পুজোর মধ্য দিয়ে বাঁধ নির্মাণ কাজের সূচনা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক। উল্লেখ্য, কুমারগ্রামের অমরপুর গ্রামে রায়ডাক নদীর ভাঙ্গনে চরম সমস্যায় পড়েন এলাকার সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে, কুমারগ্রামের বিত্তিবাড়ি এলাকায় সংকোশ নদীর ভাঙ্গনে দুর্ভোগে পড়তে হয় এলাকার সাধারণ মানুষকে। ওইসব সমস্যা সমাধানের জন্য দু’টি স্থানেই সেচ বিভাগের উদ্যোগে বাঁধ নির্মাণ করা হবে। এদিন দুই স্থানেই পুজোর মধ্য দিয়ে বাঁধ নির্মাণ কাজের সূচনা হল।

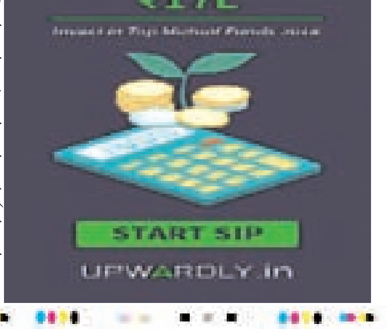

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ইসরায়েলি মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম কিনছে জার্মানি

বার্লিন ঃ ইসরায়েলের কাছ থেকে চারশ কোটি ইউরো দিয়ে অ্যারো৩ মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম কিনছে জার্মানি। অনুমোদন করলো পার্লামেন্ট।

দূরপাল্লার অ্যারো৩ সিস্টেম ব্যালেস্টিক মিসাইলকেও ধ্বংস করে দিতে পারে, সেটাও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরে। বার্লিনের হাতে এই ডিফেন্স সিস্টেম এলে শুধু যে জার্মানি উপকৃত হবে তাই নয়, প্রতিবেশী দেশগুলিও লাভবান হবে। তারাও সুরক্ষা পাবে।

বুধবার জার্মান পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের বাজেট কমিটি প্রাথমিকভাবে ইসরায়েলকে যে অর্থ দিতে হবে তা অনুমোদন করেছে। প্রাথমিকভাবে জার্মানি ৫৬ কোটি ইউরো দেবে এই ডিফেন্স সিস্টেম কেনার জন্য। কমিটির এক সদস্যকে উদ্ধৃত করে এই খবর জানিয়েছে জার্মানির একটি সংবাদপত্র। বহুবছর ধরে জার্মানি তার সামরিক বাহিনীর জন্য যথেষ্ট খরচ করেনি। কিন্তু ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন দেখিয়ে দিয়েছে, ইউরোপের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কতটা খামতি আছে। বিশেষ করে মিসাইল ও ড্রোন হামলা হলে উপযুক্ত এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম অনেক দেশের কাছেই নেই। ইউক্রেন যুদ্ধের পর জার্মান চ্যান্সেলর শলৎস একশ কোটি ইউরোর একটা তহবিল গঠন করেন। সেখান থেকেই অ্যারো৩ মিসাইল ব্যবস্থার প্রাথমিক খরচ জোগানো হবে।

বার্লিন চায়, অ্যারো৩ কেনা নিয়ে সরাসরি ইসরায়েল সরকারের সঙ্গে চুক্তি করতে। কিন্তু পরে যদি কোনো কারণে এই চুক্তি বাস্তবায়িত না হয়, তাহলে জার্মানি আর অগ্রিম অর্থ ফেরত পাবে না বলে সংবাদপত্র জানিয়েছে। তবে সবকিছু ঠিক থাকলে এই বছরের শেষে চুক্তি হবে। আর বার্লিনের আশা, ২০২৫ সালের শেষদিকে তারা অ্যারো৩ সিস্টেম হাতে পেয়ে যাবে। অগ্রিম অর্থ নিয়ে ইসরায়েল উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করবে।

বুধবারই সাংবাদিক সম্মেলনে শলৎস বলেছেন, জার্মানি একটা বড় প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করছে, যা শুধু একা জার্মানির সঙ্গে যুক্ত নয়। শলৎসকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এই ক্ষেত্রে অগ্রিম অর্থ দেয়া কি ঝুঁকিপূর্ণ নয়? শলৎসের জবাব, ‘‘আমরা ছোট ছোট পদক্ষেপ নিয়ে এগোচ্ছি। আমি মনে করি, সবকিছু মসৃনভাবে চলবে।’’

একটি কাটলে ১০টি গাছ লাগানোর নির্দেশ

ঢাকা। বাংলাদেশে প্রতিটি গাছ কাটার বিনিময়ে ১০টি গাছ লাগানোর আদেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। হাইকোর্ট বলেছে, একটি গাছ কাটলে ১০টি গাছ লাগাতে হবে। জনস্বার্থে একান্ত প্রয়োজন হলে অনুমতি নিয়ে দু একটি গাছ অপসারণ করা যাবে। তবে কাটার আগে গাছ লাগাতে হবে। পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের সময় ৩০টি তালগাছ উপড়ে ফেলার ঘটনার প্রেক্ষিতে বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমান ও বিচারপতি এ কে এম রবিউল হাসানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ বুধবার এ অভিমত ব্যক্ত করে। এসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্পের পরিচালক মো. মামুনুর রশীদ। তার উদ্দেশে আদালত এ কথা বলে। আগামী ৩১ জুলাই রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেছে হাইকোর্ট বেঞ্চ। উল্লেখ্য, গত ৪ মে দৈনিকে প্রথম আলোতে ’গ্রামের ৩০টি তালগাছ কাটলেন চেয়ারম্যান’ শিরোনামে প্রতিবেদন ও ৬ মে ’তালগাছ উপড়ে ফেলা হলো’ শিরোনামে সম্পাদকীয় ছাপা হয়। সেখানে বলা হয়, কলাপাড়া উপজেলায় একটি গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করতে গিয়ে মহিপুর ইউনিয়নের নজিবপুর গ্রামে এক সপ্তাহ ধরে খননযন্ত্র বা এক্সকাভেটর দিয়ে পরিবেশের জন্য অতি

গুরুত্বপূর্ণ অন্তত ৩০টি তালগাছ উপড়ে ফেলা হয়েছে। তালগাছগুলোর বয়স ছিল ২৫ থেকে ৩০ বছর। সম্পাদকীয়টি নজরে এলে ৭ মে হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত রুলসহ আদেশ দেন। রাষ্ট্রপক্ষের শুনানিতে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ওয়ায়েস আল হারুনী এবং প্রথম আলোর পক্ষে ছিলেন আইনজীবী প্রশান্ত কুমার কর্মকার।

জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ ¯ মুরারই একনং ব্লকের গোড়শা গ্রামপঞ্চায়েতের আব্দুল্লাপুর গ্রামের তৃণমূল নেতা আনারুল সেখ ও ডাকু সেখ তৃণমূল ত্যাগ করে প্রায় পাঁচশোজন কর্মী সমর্থক নিয়ে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করলো । নবাগতদের হাতে কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দিলেন মুরারই একনং ব্লক কংগ্রেস সহসভাপতি মফিজুল ইসলাম খান । পিঃটু সেখ সভাপতি, গোড়শা অঞ্চল কংগ্রেস কমিটি,জামাল সেখ কার্যকারী সভাপতি বীরভূম জেলা যুব কংগ্রেস কমিটি, হাসানুজ্জামান সেখ সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেস কমিটি উপস্থিত ছিলেন ।

বীরভূমে বিজেপিকর্মীদের মিষ্টি খাওয়ালো তৃনমূল

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ ¯ মনোনয়ন ঘিরে যখন রনক্ষেত্র ভাঙড়, ক্যানিং,চোপড়া,ইলামবাজার তখন ভিন্ন ছবি ধরা পড়লো বীরভূম জেলার সিউড়ি দুইনং ব্লক অফিসে । বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র জমা দিতে আসা বিজেপি কর্মীদের মিষ্টি খাইয়ে স্বাগত জানালেন সিউড়ি দুইনং পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ মির্জা জাকির হোসেন । মির্জা জাকির হোসেন বলেন, বিজেপির পছন্দের গেরুয়া রঙের মিষ্টি খাইয়ে মনোনয়ন জমা দিতে আসা বিজেপি কর্মীদের স্বাগত জানালাম । তাদের সহযোগিতা করেছি । মনোনয়ন জমা গনতান্ত্রিক অধিকার । বিজেপি জেলা সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত সাহা বলেন, খুব ভালো লাগলো । দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছে বিজেপির লোকজনদের মিষ্টি জল খাওয়ানো দরকার । আমি ধন্যবাদ জানিয়েছি । এখানে কোনো ভয় নেই । এখানকার লোকজন যথেষ্ট সহযোগিতা করছে । বীরভূম জেলাপরিষদের ছাব্বিশনং আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি ।

আক্রান্ত বিজেপি সভাপতি রনক্ষেত্র আমোদপুর

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার পনেরো জুন অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠলো আমোদপুর । বিজেপি বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সন্ন্যাসীচরণ মণ্ডলকে মারধর করা হয় । ভাঙচুর করা হয় গাড়ি । পুলিশকে লক্ষ্য করেই ইট বৃষ্টি তৃণমূল দুষ্কৃতীদের । মুড়ি মুড়কির মত পড়ে বোমা, জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বিজেপির দলীয় কার্যালয় । ঘটনা ঘিরে সন্ত্রাসের আতঙ্ক জেলায় । তৃণমূল দুস্কৃতীদের ছোড়া বোমা পাথরে জখম হয় বেশ কিছু বিজেপি কমী । আক্রান্ত বিজেপি বোলপুর জেলা সাংগাঠনিক সভাপতি সন্ন্যাসীচরন মন্ডল বলেন, পশ্চিমবঙ্গে গনতন্ত্র নেই । ভোট শান্তিপূর্ণ হবে না এটাই তার প্রমাণ ।

রনক্ষেত্র ইলামবাজার আক্রান্ত বিজেপি ও সিপিএম

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বৃহস্পতিবার ইলামবাজারের বারুইপুর গ্রামে নির্দল প্রার্থী জাহানারা বিবির বাড়ীতে হামলার অভিযোগ উঠে তৃনমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে । পায়ের গ্রামে বিজেপির জেলা সদস্য চিত্তরঞ্জন সিংহের বাড়ীতে হামলা জিনিসপত্র ভাঙ্গচুরের অভিযোগ উঠে তৃনমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে । ইলামবাজার থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । ধরমপুর অঞ্চলের নামোদেলোরা গ্রামে সিপিএম প্রার্থী শেখ আসরফ সহ সিপিএম কর্মীদের উপরে হামলার অভিযোগ তৃনমূলের বিরুদ্ধে । যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল ।

হাসপাতালে ভর্তি মন্ডল সভাপতি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বৃহস্পতিবার প্রথমার্ধে মনোনয়নপত্র জমা দিতে আসা বিজেপিকর্মীদের মিষ্টি ঠান্ডা জল খাইয়ে স্বাগত জানায় সিউড়ি দুইনং পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ মির্জা জাকির হোসেন । দুপুরে পর পাল্টে গেলো চিত্র । বিজেপি কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ উঠলো তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে । সাইথিয়া চারনং বিজেপি মন্ডল সভাপতি উৎপলহরি মন্ডল গুরুতর জখম অবস্থায় সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । হাসপাতালের বেডে শুয়ে উৎপল বলেন, মনোনয়নপত্র জমা করতে গেছিলাম তৃনমূলের উন্নয়ন বাহিনী রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল । রাস্তায় ফেলে মেরেছে আমি অঞ্জান হয়ে যায় । পুলিশ এসে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে । গনতন্ত্র বলে কিছু নেই।

শুধু চালকের শাস্তি, বাকিরা কি নিস্তার পাবেন

কলকাতা ঃ মৃণালিনী দেবী তাঁর পতিদেব রবীন্দ্রনাথের প্রতি লিখেছিলেন,‘এখন আমি মহাকালের শেষহীন পথে নির্জন একাকী।...শত কথার ভিড়, আনন্দবেদনার স্মৃতি মহালোকের অনন্ত শূন্যতায় বুকের ওপর চেপে বসেছে!’ শত বছর পরে আরেক মৃণালিনীর জন্যই যেন সত্য হয়ে গেছে এ শূন্যতা। ছয় ছেলে হারিয়ে ‘শেষহীন পথে নির্জন একাকী’ এক বিধবা। মৃত্যুর পর মৃত্যুতে আমাদের সড়কগুলো যেন হয়ে উঠেছে যুদ্ধক্ষেত্রের লাশের পাহাড়ের মতো। সেই লাশের পাহাড় ডিঙানো সম্ভব না হলেও কিছু চেহারা ঠিকই আমাদের মনে গেঁথে যায়। কিছু কিছু লাশ বা ঘটনা প্রতীকী রূপ ধারণ করে এবং আমাদের মনে খচখচ করে বিদ্ধ করে যায়। কারওয়ান বাজার মোড়ে দুই বাসের মাঝখানে আটকে যাওয়া বিচ্ছিন্ন হাতের ছবি নিশ্চয়ই ভোলার নয়। হ্যাঁ, রাজীবের সেই হাত। একইভাবে সেই শিশু, ময়মনসিংহের ত্রিশালের রাস্তায় নিহত মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেই ফাতিমাকেও। আমাদের সমাজমনস্তত্ত্বে একটি বিষয় লক্ষণীয়, যত বেশি নিষ্ঠুরতা, তত বেশি আলোচিত, তত বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু পত্রিকায় ছাপানো সড়ক দুর্ঘটনার একটি শান্ত ও শীতল ছবির ভেতরে লুকিয়ে থাকা ভয়াবহতা আমাদের মুহূর্তের মধ্যে নির্বাক করে দেয়। সাদা শাড়ি পরা পাঁচজন সদ্য বিধবা নারী এবং মাথা মুড়ানো তিনজন এতিম নাবালক ছেলের দাঁড়িয়ে থাকার এই ছবিটি সড়কে নৈরাজ্যের আজীবন এক প্রতীকী ছবি হয়ে থাকবে। দেশে ও বিদেশে ‘বিধবাদের গ্রাম’ নামে কত গ্রামের নামে আমরা পরিচিত হয়েছি। কিন্তু চট্টগ্রামের চকরিয়ার মালুমঘাটেই দেখা মেলে ‘বিধবাদের ঘর’। মৃণালিনী সুশীলেরই ঘর সেটি। সড়কে ছয় সন্তান হারানো এই মা দশ দিন আগে স্বামী হারিয়ে নিজেও বিধবা। গোটা পরিবার নিয়ে স্বামীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পালন করতে গিয়ে সড়কেই সন্তানদের লাশ হতে দেখেছিলেন। শীতের সেই সাদা কুয়াশামাখা রক্তাক্ত ভোর যেন ভুলতে পারেন না কখনো। অনন্ত শূন্যতা নিয়ে বেঁচে থাকা মৃণালিনীকে ‘ভাগ্যবতী’ বলতেই হয়। সড়কে এক মৃত্যুর ২০ বা ৩০ বছর পর একইভাবে পরিবারের আরেক সদস্যের মৃত্যু হচ্ছে, এমন বাস্তবতাও যখন কিছুদিন পরপর সত্য হয়ে উঠছে সেখানে আমাদের বিচারব্যবস্থার নিরিখে ‘খুব অল্প সময়ের’ মধ্যে ছয় ভাইয়ের মৃত্যুর বিচারের রায় হলো। রায়ে সম্ভবত কোনো সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে আদালত থেকে এই প্রথম এমন বক্তব্য এল এটি দুর্ঘটনা নয়, পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। কারণ, পিকআপচালক প্রথমবার চাপা দেওয়ার পর ফিরে এসে আবারও চাপা দিয়ে মৃণালিনীর সন্তানদের হত্যা নিশ্চিত করেন। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য চালকের মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কথা থাকলেও বয়স বিবেচনায় তরুণ চালককে আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ড দেন বিচারক। ২০২২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারির এ ঘটনায় করা মামলায় গ্রেপ্তার হন পিকআপের মালিক। দেশের সড়ক দুর্ঘটনার ইতিহাসে ঘাতক পরিবহনের মালিককে গ্রেপ্তারের ঘটনা বিরলই বটে। মালিক জামিন পেলেও তাঁর ছেলে এখনো পলাতক। সেই ছেলে সেদিন চালকের পাশের আসনেই ছিলেন। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার না করে উল্টো তিনি চালককে দ্রুত পালিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এসব পিকআপ রাস্তায় চলাচলের ‘অনুমতি’ পায় বলেই মৃণালিনীদের বুক খালি হলো। বিধবা হলেন ছয় নারী। এতিম হলো কয়েকজন শিশু। এখন এতসব ‘ঘাতক’ রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে শুধু চালককে সাজা দিলে কি বিচার হয়ে যাবে? ফিটনেস সনদ, লাইসেন্স বা রুট পারমিটবিহীন গাড়ি যারা রাস্তায় চলার নিরাপত্তা দেয়, তাদের বিচার না হলে এসব শাস্তি হয় সান্ত্বনামূলক না হয় উপহাসমূলক পুরস্কার। আমরা জানি না, তাঁর প্ররোচনাতেই চালক পেছনে ফিরে মৃণালিনীর সন্তানদের মৃত্যু নিশ্চিত করেছিলেন কি না অথবা চালককে এ হত্যাকাণ্ড ঘটাতে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন কি না। তবে আমরা জানতে পারছি, মালিক ও তাঁর ছেলের বিচার হবে সড়ক পরিবহন আইনে। যদিও আমাদের স্মরণে আনতে কষ্ট হয়, সড়কে এমন হত্যাকাণ্ডে সর্বশেষ কখন পরিবহনমালিককে বিচারের কাঠগড়ায় তোলা হয়েছিল। এ দেশে কঠোর সড়ক আইন থাকলেও পরিবহনমালিককে এখানে দায়মুক্তি দিতে সদা তৎপর থাকে সব পক্ষ। সব দোষ তখন ঘাড়ে এসে পড়ে চালকের ওপর। যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা হয় ঠিকই কিন্তু পুলিশ তাঁদের খুঁজে বের করতে পারে না। এর একটি চিত্র পাওয়া যায় রাজধানী ঢাকায় সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে। চালককে শনাক্ত না করেই এখানে সড়ক দুর্ঘটনার তদন্ত শেষ করা রেওয়াজ হয়ে উঠছে। ঢাকায় আড়াই বছরে সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে প্রায় ৫০০টি মামলা হলেও ৪২ শতাংশ মামলায় চালককে খুঁজে বের করতে পারেনি পুলিশ। এতে পুরো দেশের চিত্র কেমন হবে, সেটি অনুমান করা যায়। এখানে কোনো ‘রহস্য’ লুকিয়ে থাকলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। এখন চালকের শাস্তিতে কি বাকিরা নিস্তার পাবেন? পিকআপের মালিক একজন অনভিজ্ঞ ও লাইসেন্সবিহীন চালকের হাতে গাড়িটি তুলে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া দুর্ঘটনার খবর শুনেও মালিক আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার উদ্যোগ নেননি। ওই পিকআপের ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন, রুট পারমিট কিছুই ছিল না। তার মানে এই ঘটনায় সবচেয়ে বড় ঘাতক মালিকই। হত্যায় অংশগ্রহণ না করলেও নির্দেশদাতা বা পরিকল্পনাকারীর মতোই নয় কি বিষয়টি? তাহলে চালকের ফৌজদারি আইনে বিচার হলে মালিকের কেন নয়? এতে পরিবহনমালিকেরা খেপে যাবেন বলে? কক্সবাজারের নয়টি উপজেলার মধ্যে সাতটিতে সড়ক উপসড়কে প্রায় দুই হাজার অবৈধ ডাম্পার (ছোট ট্রাক) ও পিকআপ চলাচল করে। কক্সবাজারের পাহাড়, ঝিরিখাল, নদী খুবলে বালু মাটি গাছ নিয়ে যায় এসব অবৈধ যানবাহন।

মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় বাবার মৃত্যু, মেয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক

উত্তর দিনাজপুর ঃমেয়েকে মোটরবাইকে করে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় মৃত বাবা আশঙ্কাজনক মেয়ে। শুক্রবার বিকেলে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার আমপাড়া এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। জানা যায়, এদিন জয়হাট অঞ্চলের চাঁকলা এলাকার বাসিন্দা আবু তাহের ইটাহার ড. মেঘনাদ সাহা কলেজ থেকে মেয়ে নাজেরা খাতুনকে সঙ্গে নিয়ে মোটর বাইকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় আমপাড়া এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে মালদা মুখী একটি গাড়ি তাদের বাইকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে রক্তাক্ত অবস্থায় ছিটকে পড়ে বাবা ও মেয়ে। মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনার ফলে চাঞ্চল্য ছড়ায় আমপারা এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ইটাহার থানা ও চেকপোষ্ট ফাঁড়ির পুলিশ সহ হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের মেডিক্যাল কর্মীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের অ্যাম্বুলেন্সে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাবা আবু তাহের ও মেয়ে নাজেরা খাতুনকে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আবু তাহেরকে মৃত বলে ঘোষণা করে এবং আশঙ্কাজনক অবস্থায় নাজেরা খাতুনকে রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করে চিকিৎসক। মর্মান্তিক কত দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে মৃত আবু তাহেরের পরিবার সহ জয়হাট অঞ্চলের চাঁকলা এলাকায়।

‘ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত, নিহতদের মধ্যে পরিযায়ী মানুষের সংখ্যাই বেশি’সৃজন ভট্টাচার্য

জলপাইগুড়ি ঃদুদিন আগে সংগঠণের জলপাইগুড়ি জেলার অন্যতম নেতা চা বাগান শ্রমিক পরিবারের সন্তান প্রশান্ত খেরিয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়।শনিবার মৃত ছাত্র নেতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এস এফ আইয়ের রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য।এরপরেই শুক্রবার উড়িষ্যায় ঘটে যাওয়া ভয়াভয় রেল দুর্ঘটনায় মৃত এবং আহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্যে সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য বলেন,বন্দে ভারত দিয়ে দেশের সরকার আমজনতাকে বুদ করে রেখে রেলের ৮০ হাজার পদ তুলে দিয়েছে। তিন লক্ষ শূন্যে পদে নিযগে বন্ধ করেছে।আর এই রাজ্যে কাজ এবং সুচিকিৎসা ব্যাবস্থা না থাকায় বহু মানুষকে চিকিৎসা ও পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে উপার্জন করতে ছুটতে হয় দক্ষিন ভারতে।এমন যাত্রীদের সংখ্যাই বেশী ছিলো গতকালের মর্মান্তিক রেল দূর্ঘটায়। এর অন্যতম কারন এই রাজ্যে রোজগার নেই, শ্রমিকের মজুরি নেই, উন্নয়নের অর্থ মদ মাংসে খরচ করে রাজ্য সরকার।আমরা ইতিমধ্যেই রাজ্যের সমস্ত ইউনিটকে রক্ত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে তৈরি থাকতে।

পঞ্চায়েত ভোটের আগেই উত্তপ্ত তুফানগঞ্জ! তৃণমূল সিপিএম সংঘর্ষে উভয়পক্ষের আহত ৬ জন

কোচবিহার ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে উত্তপ্ত তুফানগঞ্জের বালাভূত। সিপিএম ও তৃণমূলের সংঘর্ষে আহত উভয় দলের ছয় জন।রবিবার রাতে তুফানগঞ্জেরর বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বালাভূত এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে। রাতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। জানা গিয়েছে, গতকাল সিপিআইএমের একটি কর্মীসভার ডাক দেওয়া হয় বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতে। সেই কর্মী সভার শেষ হতেই এলাকায় পাল্টা মিছিল করে স্থানীয় তৃণমূলের নেতা ও কর্মীরা। সেই মিছিল থেকেই সিপিআইএমে কর্মী র বাড়ি লক্ষ্য করে ইট,পাথর দিয়ে ঢিল ছাড়ার অভিযোগ ওঠে শাসকদলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় সংঘর্ষ বেঁধে যাই দুই দলের কর্মীদের মধ্যে।

বি-এস-এফের গুলিতে মৃত্যু হল বাংলাদেশী এক যুবকের

কোচবিহার ঃ বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হল বাংলাদেশী এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভারত ¯ বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকার পাড়া সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রের খবর ভারত ¯ বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া কেটে বাংলাদেশের দিক থেকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করতে গেলে বিএসএফ গুলি চালায়। সেই গুলিতে মৃত্যু হয় ওই যুবকের। মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা যায়নি । ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ।

রায়গঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন সব দোকান সরিয়ে দিয়েছে রেল

উত্তর দিনাজপুর ঃ রায়গঞ্জ রেলস্টেশনের দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে ধার ঘেঁষে যেসমস্ত দোকানপাট ছিলো সেইসমস্ত দোকানপাট তুলে দিলো রেল।এদিন রেল পুলিশ এবং রেলের আধিকারিকের উপস্থিতিতে এই দোকানপাটগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হয়।দীর্ঘদিন ধরেই রেলের জায়গায় ওই দোকানগুলো বসেছিলো তবে রেলের উন্নমূলক কাজের জন্যই ওই দোকানগুলোকে সরিয়ে দিতে হবে বলে সূত্রের খবর।অন্যদিকে রেলের এই সিদ্ধান্তে স্বভাবতই মারাত্মক সমস্যায় পড়েছেন দোকানদাররা। সারি দিয়ে বেশির ভাগ খাবারের দোকানই বসতো তবে রেল উঠিয়ে দেওয়ায় ক্ষতির মুখে তাঁরা।দোকানদারদের তরফ থেকে স্থায়ী ব্যবস্থার দাবি জানানো হয়েছে রেলের কাছে নইলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুশিয়ার দিয়েছেন তাঁরা।

আলিপুরদুয়ার জেলার সর্বোত্র চলছে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী

আলিপুরদুয়ার ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস। আলিপুরদুয়ার জেলার সর্বোত্র চলছে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী। আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডকে আরো পরিবেশ বান্ধব করে গড়ে তুলতে সৃষ্টি হেলথ কেয়ার, লায়ন্স ক্লাব অব আলিপুরদুয়ার গ্রেটার ও ট্যাক্সম্যান আলিপুরদুয়ার যৌথভাবে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী করে। এই অনুষ্ঠানে সহযোগীতা করেছে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প কতৃপক্ষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের এ ডি এফ ও নবিকান্ত ঝা। অনুষ্ঠানে স্থানীয় কাউন্সিলর মদন ঘোষও উপস্থিত ছিলেন।

রাজনৈতিক সফর নয় তিনি দিল্লি গিয়েছিলেন স্কুলের অধিভুক্তি শুরু করতে ঃ বিমল গুরুং

শিলীগুড়িঃ দলের সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি সহ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতাদের সঙ্গে নিয়ে দিল্লি সফর শেষ করে পাহাড়ে ফিরলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং। এদিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আবারও বিমল গুরুংয়ের দিল্লি সফর ঘিরে পাহাড়ের রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা।তবে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, এটা তার রাজনৈতিক সফর নয়। ২০১৭ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া একটি পাহাড়ি স্কুলের অধিভুক্তি পুনরায় চালু করতে তিনি দিল্লি গিয়েছিলেন। সোমবার তিনি দিল্লী থেকে ট্রেনে করে নিউ জলপাইগুড়ি নেমে সরাসরি পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তবে আবারো পঞ্চায়েত কিংবা লোকসভা নির্বাচনে মোর্চা কি বিজেপিকে সমর্থন করছে এখন এই প্রশ্নই পাহাড়ে। সোমবার দুপুর একটা নাগাদ দিল্লি থেকে ট্রেনে করে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছন তিনি। এরপর সরাসরি পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। এদিন তার সাথে উপস্থিত ছিল দলের সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি সহ মোর্চার নেতারা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন

শিলিগুড়ি ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে অংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন। সোমবার শিলিগুড়ির ঘুটিয়া মার্কেটে স্থিত জেটিএস ক্লাব প্রাঙ্গনে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা স্থল পরিদর্শন করেন মেয়র গৌতম দেব ও ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ অন্যান্যরা। সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রতিযোগীদের সঙ্গে কথা বলেন মেয়র ও ডেপুটি মেয়র। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে শাইন ফিউচার একাডেমীর উদ্যোগে এই অংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে আগামী ১০ই জুন শিলিগুড়ি রামকিঙ্কর হলে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

কর বকেয়া রাখার অভিযোগে ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলো শিলিগুড়ি পুরনিগম

শিলিগুড়ি। কর বকেয়াকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ।কর বকেয়া রাখার অভিযোগে ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলো শিলিগুড়ি পুরনিগম।যদিও কর দেওয়ার পরই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি রিলিজ করে পুরনিগম।জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক ব্যক্তি বেশ কয়েকবছর ধরে পুরনিগমের সম্পত্তি কর জমা দেননি।প্রায় ৩ লক্ষ টাকারও বেশি কর বকেয়া হয় তার।পুরনিগমের তরফে ৫ বার নোটিশ দেওয়া হলেও ওই ব্যক্তি কর দেননি।এরপরই পদক্ষেপ গ্রহণ করে পুরনিগম।সোমবার পুরনিগমের ট্যাক্স বিভাগের আধিকারিকরা পৌঁছে ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে।এরপরই কর জমা দেন ব্যক্তি।বকেয়া কর জমা করার পরই বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি রিলিজ করা হয়।

অরুণ হালদার বিজেপি নেতার মতো কথা বলছেন, জাতীয় তফসিলি উপজাতি কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যানের মতো নয় ¯ উদয়ন গুহ

শিলিগুড়ি ঃ তিনদিন আগে দিনহাটায় পুলিশের গুলিতে নিহত হয় প্রশান্ত রায় বাসুনিয়া নামে এক ব্যক্তি। সোমবার তার বাড়িতে যান জাতীয় তপসিলি উপজাতি কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান অরুন হালদার। আর তিনি অভিযোগ করেন, মন্ত্রী উদয়ন গুহর নির্দেশেই পুলিশ প্রশান্ত রায় বাসুনিয়াকে খুন করে। অরুন হালদারের ওই মন্তব্যের পরই পাল্টা একহাত নিলেন উদয়ন গুহ। সোমবার উত্তরকন্যায় সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, অরুন হালদারকে প্রমাণ করতে হবে যে আমার নির্দেশে ওই ঘটনা হয়েছে। তা না হলে অবিলম্বে তাকে তার চেয়ার থেকে ফেলে দেওয়া উচিৎ। কারণ তিনি একজন কমিশনের কর্মকর্তা নয়, একজন বিজেপি নেতার মতো কথা বলছেন।

সম্পাদকীয়

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন করতে বাধ্য করা হচ্ছে এমন খবরে উদ্বিগ্ন মানবাধিকার কর্মীরা

বাংলাদেশে আটকে থাকা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মিয়ানমারে ফেরত যাওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার জোরপূর্বক নগদ প্রণোদনা দিচ্ছে বলে এক প্রতিবেদন প্রকাশ হবার পর, মানবাধিকার কর্মীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। জাতিসংঘের একজন সিনিয়র বিশেষজ্ঞ বলেছেন, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর জন্য বাংলাদেশকে পাইলট প্রত্যাবাসন প্রকল্প অবিলম্বে স্থগিত করতে হবে। প্রতিশোধের ভয়ে নাম পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক, বঙ্গোপসাগরের দ্বীপ ভাসান চরের এক রোহিঙ্গা শরণার্থী ভিওএকে বলেছেন, সপ্তাহ দুয়েক আগে, বাংলাদেশের কিছু সরকারি কর্মকর্তা আমাদের রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন সদস্যকে মিয়ানমারে না ফিরলে সহিংসতার হুমকি দিয়েছেন। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় গত ৮ই জুন জারি করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে, মিয়ানমারের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টার টম অ্যান্ড্রুজ বলেছেন, এমন প্রতিবেদন সামনে এসছে যে, বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মিয়ানমারে ফিরে যেতে বাধ্য করার জন্য প্রতারণামূলক ও জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। অ্যান্ড্রুজ তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন, সবার আগে মিয়ানমারের পরিস্থিতি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ, টেকসই এবং স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের জন্য উপযোগী হতে হবে। তাই আমি অবিলম্বে প্রত্যাবাসন পাইলট প্রোগ্রাম স্থগিত করার জন্য বাংলাদেশকে অনুরোধ করছি।

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর জন্য এর আগেও, ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে দু'বার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু দু'বারই সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর, আবারও মিয়ানমার এবং বাংলাদেশ প্রায় ১,১০০ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে প্রত্যাবাসনের জন্য নতুন করে আরেকটি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে গত দুই সপ্তাহ ধরে, এটি প্রকাশ্যে এসেছে যে, বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে ফিরে যেতে ইচ্ছুক নয়। তারপরও বাংলাদেশি কর্মকর্তারা জবরদস্তিমূলক কৌশল অবলম্বন করছেন। সোমবার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক রোহিঙ্গা শরণার্থী ভিওএকে বলেছেন, দুই সপ্তাহ আগে, কিছু বাংলাদেশের সরকারী কর্মকর্তা কয়েকজন প্রভাবশালী রোহিঙ্গা দলীয় নেতাদের মাধ্যমে আমাদের বলেছিলেন যে, প্রতিটি রোহিঙ্গা পরিবার যদি তারা মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন করে, তবে তাদেরকে দুই হাজার ডলার করে দেওয়া হবে। তবে, রোহিঙ্গারা জানিয়েছেন, তারা বর্তমানে মিয়ানমারে ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছেন। কক্সবাজারভিত্তিক রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নেতা ও মানবাধিকার রক্ষাকারী এইচটওয়ে লুইন বলেছেন, বাংলাদেশে উদ্বাস্তুরা অবর্ণনীয় কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছে, এবং তারা সবাই মিয়ানমারে তাদের আদি ভূমিতে ফিরে যেতে চায়, যদি কেবল সরকার সরকারীভাবে এই সম্প্রদায়টিকে সংসদে রোহিঙ্গা হিসাবে সরকারী জাতিসত্তা বলে স্বীকৃতি দেয়। লুইন ভিওএকে বলেছেন, আমরা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার উপর জোর দিয়েছি, যার মধ্যে রয়েছে রোহিঙ্গাদের সিত্তওয়ের আইডিপি অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের শিবির থেকে তাদের মূল গ্রামে পুনর্বাসন করা, তাদের পূর্ণ নাগরিকত্বের অধিকার দেওয়া, তাদের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, এবং চলাফেরার স্বাধীনতা, সেইসাথে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করা। ঠিক যেই রকম অধিকার মিয়ানমারের অন্য ১৩৫টি জাতিগত গোষ্ঠী ভোগ করছে। ২০১৭ সালের সহিংসতায় লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত হয়ে যাবার পর, মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ তাদের অনেককে সিত্তওয়েতে একটি উন্মুক্ত বন্দী শিবিরে আটকে রাখে, যেখানে তাদের মধ্যে এক লাখ ৩০ হাজার রোহিঙ্গা এখনও অবমাননাকর এবং অবহেলিত অবস্থায় বাস করছে। কক্সবাজারে বাংলাদেশের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মঙ্গলবার বলেছেন, প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত প্রস্তুতি এখনো প্রক্রিয়াধীন। রহমান ভিওএকে বলেন, এটা সত্য নয় যে, রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। এছাড়া মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার জন্য কাউকেই আমরা নগদ প্রণোদনা দিইনি। এইচআরডাব্লিউ এর রবার্টসন বলেছেন, মিয়ানমারের রাজ্য প্রশাসনিক পরিষদ জান্তা রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের মূল দাবিগুলোর কোনো সমাধান করতে মৌলিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু রোহিঙ্গারা জানে যে, যদি তারা তাতমাডোর নিয়ন্ত্রণে মিয়ানমারে ফিরে যায়, তাহলে আবারও সেই নৃশংসতার মুখোমুখি হতে হবে, ঠিক যেমনটা ২০১৭ সালে রাখাইন রাজ্য থেকে তাদের হত্যা, ধর্ষণ এবং ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল।

মনোনয়নের শেষ দিনে শুধুই সন্ত্রাস, গুলিবোমা, মৃত চার

শেষদিনেও বহু জায়গায় বিরোধীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেয়া হলো না। গুলি, বোমার বৃষ্টি। মৃত চার। হাইকোর্টের নির্দেশ, পুলিশ প্রার্থীদের নিয়ে যাবে।

তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের তাণ্ডবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় শেষদিনেও মনোনয়ন পেশ করতে পারলেন না বিরোধী প্রার্থীরা। বিভিন্ন জায়গায় বিরোধীদের আটকাতে সমানে গুলি চলেছে। বোমা পড়েছে। বামকংগ্রেস প্রার্থীরা একজোট হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে বেধড়ক মার খেয়েছেন। এভাবে গায়ের জোরে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঠেকিয়ে লড়াই ছাড়াই তৃণমূল জিততে চেয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

কমল বোস
প্রাবন্ধিক

বৃহস্পতিবার সন্ত্রাসের বলি হয়েছেন চারজন। চোপড়ায় সিপিএম কর্মী মারা গেছেন। আর ভাঙড়ে মারা গেছেন তিনজন, দুইজন আইএসএফের এক কর্মী এবং একজন তৃণমূল কর্মী। আইএসএফ দাবি করেছে, তাদের তিনজন কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। সিপিএম নেতা বিমান বসুর দাবি, চোপড়ায় দুইজন সিপিএম কর্মী মারা গেছেন। তাদের দাবি সত্যি হলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ছয়।

মনোননপত্র জমা দিতে না পেরে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রার্থীরা মরিয়া হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে চলে যান। সেখানে সিপিএমআইএসএফের একটি আবেদনের শুনানিও ছিল। প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন, কলকাতা পুলিশ প্রার্থীদের এসকর্ট করে নিয়ে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার ব্যবস্থা করবে। ক্যানিং, ভাঙড়, কাশীপুর, বসিরহাট থেকে প্রার্থীরা হাইকোর্টে এসেছিলেন। তবে এই নির্দেশ যখন এসেছে, তার এক ঘণ্টার সামান্য পরেই মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার সময় শেষ হওয়ার কথা।

কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী কমিশনকে চিঠি লিখে দাবি জানিয়েছেন, শুক্রবারও মনোনয়নপত্র পেশ করতে দিতে হবে।

আদালতের নির্দেশ অমান্য?

হাইকোর্টের বিচারপতি মান্থা নির্দেশ দিয়েছিলেন, ভাঙড়ে ৮২ জন আইএসএফ প্রার্থীকে পুলিশ নিরাপত্তা দিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে নিয়ে যাবে। পুলিশ যখন তাদের নিয়ে যাচ্ছিল, তখন সোদপুর বাজার এলাকায় দুষ্কৃতীরা তাদের ঘিরে ধরে। পুলিশ চলে যায় বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতীরা আইএসএফের প্রার্থীদের উপর হামলা চালায়।

বিরোধীদের অভিযোগ, হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করেছে পুলিশপ্রশাসন। পুলিশ প্রহরার মধ্যে কী করে প্রার্থীদের উপর হামলা হয়। পরে তারা বিডিও অফিসে এসে পৌঁছান।

বিকেল পাঁচটার সময় ভাঙড়ের বিডিও আইএসএফের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র পেশ করতে অনুমতি দেন।

চোপড়ার ঘটনা

উত্তর দিনাজপুরে চোপড়ায় বামকংগ্রেস প্রার্থীরা বুধবার পর্যন্ত মনোনয়নপত্র পেশ করতে পারেননি। বৃহস্পতিবার তারা সবাই মিলে মিছিল করে যাচ্ছিলেন মনোনয়নপত্র পেশ করতে। কাঁঠালবাড়িতে তাদের মিছিল আক্রান্ত হয়। অভিযোগ, তৃণমূলের কর্মীরা গুলি চালায়। টিভিতে দেখা যায়, রড, লাঠি, মোটা গাছের ডাল নিয়ে বাম ও কংগ্রেস প্রার্থীদের মারা হয়। তারপর গুলি চলে।

আহতদের কাঁধে করে হাসপাতালের দিকে নিয়ে যান বামকংগ্রেস কর্মীরা। তিনজন আহতকে ইসলামাবাদ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের শরীরে গুলি লেগেছিল। তার মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়। অন্য দুইজনের আঘাত গুরুতর। এই তিনজন ছাড়াও আরো বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

হাসপাতালে ভর্তি এক আহত বলেছেন, ''আমরা মিছিল করে যাচ্ছিলাম। তৃণমূল আক্রমণ করলো। ওরা আমাদের যেতে মানা করছিল। বড় বড় বন্দুক দিয়ে গুলি করলো। আমার এবং আমার ভাইপোর গুলি লেগেছে।''

বাম ও কংগ্রেস কর্মীরা মিছিল করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার ধারেকাছে কোনো পুলিশ ছিল না। ঘটনার পর পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়, ইসলামপুর থেকে পুলিশ পাঠানো হয়।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, ''এটা খুনি তৃণমূলের আক্রমণ। চোপড়াতে দশজন কংগ্রেস নেতাকে অপহরণ করে একটা স্কুলে আটকে রাখা হয়। আমি কমিশনকে চিঠি লিখে বলেছিলাম, চোপড়ার অবস্থা অগ্নিগর্ভ।''

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, ''বিডিও অফিসের ভিতরে তৃণমূলের কর্মীরা বসে আছে। বিভিন্ন জায়গায় সিপিএম কর্মীদের গ্রামে আটকে দেয়া হয়েছে। গুলি বন্দুক ছাড়া তৃণমূলের কাছে আর কিছু নেই।''

তৃণমূলের চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানের দাবি, ''বামেদের দুই গোষ্ঠীর গোলমালের জেরে গুলি চলেছে। বিরোধীরা নাটক করছে।''

সাবেক পুলিশ কর্তা সলিল ভট্টাচার্য বলেছেন, মনোনয়নের প্রথম দিন হত্যা দিয়ে শুরু হয়েছিল। মনোনয়নপত্র পেশ করার শেষদিনেও তাই। বলা হয়েছিল, বিডিও অফিসের সামনে ১৪৪ ধারা থাকবে। সেটা তো প্রহসনে পরিণত হয়েছে।'' তিনি বলেছেন, একটা অসহনীয় নীরবতার মধ্যে দিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন কাজ করছে। তাদের কোনো হেলদোল নেই। বিরোধীদের কোনো জায়গা নেই। আদালত আর কত করবে। আদালত তো আর মনোনয়ন দাখিল করাতে পারবে না। মানুষকে বোকা বানাতে ড্রোন দেখানো হচ্ছে। মানুষ অসহায়।''

ভাঙড়েও বোমা

গত দুই দিন ধরে ভাঙড়ে নওসাদ সিদ্দিকির দল আইএসএফের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র পেশ করতে দেয়া হয়নি। সমানে গুলি চলেছে, বোমার আওয়াজে কেঁপে উঠেছে ভাঙড়। বিডিও অফিস ঘিরে রেখেছিল তৃণমূলের কর্মীরা। তারা প্রকাশ্যেই বলেছে, আইএসএফ প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র পেশ করতে দেয়া হবে না।

বৃহস্পতিবার শেষদিনেও একই ঘটনা ঘটেছে। বিডিও অফিসের সামনের এলাকা শাসন করেছে তৃণমূল কর্মীরা। সমানে বোমা পড়েছে। সকাল থেকে এই পরিস্থিতি ছিল ভাঙড়ে। প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হলেও বহু প্রার্থী মনোনয়নপত্র পেশ করতে পারেনি বলে বিরোধীদের অভিযোগ। বিডিও অফিসের সামনে সমানে বোমা পড়ে। গুলি চালানো হয়। কোনো বিরোধী মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেননি।

ভাঙড়ের বিজয়গঞ্জ বাজারে একের পর এক গাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। বোমা ও গুলির বৃষ্টি হয়। সংবাদমাদ্যমকে লক্ষ্য করেও গুলি ও বোমা ছোড়া হয়।

আদালতে ভর্ৎসিত কমিশন

নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে গিয়েছিল। কমিশনের বক্তব্য ছিল, তারা কোনো জেলাকেই স্পর্শকাতর বলে মনে করছে না। প্রধান বিচারপতি বলেন, ''আমরা কি গোটা রাজ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনী নামাতে বলব? আমরা একটা নির্দেশ দিয়েছি। আমরা নজর রাখছি। নির্দেশ মানা না হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। নির্দেশ ফেলে রাখার জন্য দেয়া হয়নি।''

প্রধান বিচারপতি বলেছেন, ''চাইলে সর্বোচ্চ আদালতে যেতে পারেন।''

আক্রান্ত সাংবাদিকরাও

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নকে কেন্দ্র করে সবমিলিয়ে তিনজন মারা গেলেন। প্রচুর মানুষ আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার চোপড়ার মিছিলেই বহু মানুষ আহত হয়েছেন।

ভাঙড়ে অন্তত দুইজন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। বহু জায়গায় সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকদের ভয় দেখানো হয়েছে। হাতের বুম কেড়ে মাটিতে ফেলে দেয়া হয়েছে। ছবি তুলতে দেয়া হয়নি।

ভাঙড়ের বিজয়গঞ্জ বাজারে সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে। সমানে বোমা মারা হয়েছে। বারবার তেড়ে যাওয়া হয়েছে সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকদের দিকে। তাদের অপরাধ, তারা গাড়িতে আগুন জ্বালানোর ছবি, সন্ত্রাসের ছবি দেখাচ্ছিলেন।

পুলিশ সব দেখেও প্রথমে পিছনে চলে যায়। তারপর কিছুক্ষণ পর এসে অন্য গলি দিয়ে বেরিয়ে যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, ''এই হিংসার সঙ্গে তৃণমূল জড়িত নয়। চোপড়ায় সিপিএম সব কিছু করেছে। ভাঙড়ে আইএসএফ। আমরা বদলা চাই না। কিন্তু সবকিছু একতরফা হবে না।''

সাময়িকী

এখনই ন্যাটোয় নয় সুইডেন ঃএর্দোয়ান

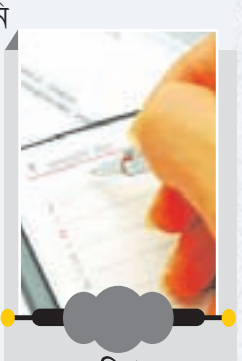

বিভা
কলামিস্ট

তুরস্ক বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে এখনো যথেষ্ট পদক্ষেপ নেয়নি সুইডেন। ফের তোপ দাগলেন এর্দোয়ান। এখনই তারা সুইডেনকে সমর্থন করবেন না।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইয়েপ এর্দোয়ান আজারবাইজান সফরে গেছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। সেখানেই সুইডেনের ন্যাটোয় যোগ দেয়া প্রসঙ্গে একাধিক মন্তব্য করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট। বস্তুত, একই সময়ে আঙ্কারায় সুইডেন, তুরস্ক এবং ন্যাটোর প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক চলছে। সুইডেনের ন্যাটোয় যোগ দেয়া প্রসঙ্গেই এই আলোচনা।

এর্দোয়ান জানিয়েছেন, তার বক্তব্য সুইডেন এবং ন্যাটোর প্রতিনিধিদের কাছে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। আপাতত সুইডেনের পক্ষে ভোট দিচ্ছে না তুরস্ক। কিছুদিনের মধ্যেই লিথুয়ানিয়ায় অ্যালায়েন্স লিডার বৈঠক আছে। সেখানে সুইডেনের প্রতি সমর্থন জানাবে না তুরস্ক, স্পষ্ট করে দিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট।

এর্দোয়ান জানিয়েছেন, সুইডেন সন্ত্রাসবাদী আইনে পরিবর্তন এনেছে কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। সুইডেনে বসবাসকারী তুরস্ক বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে এখনো যথেষ্ট ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তাদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। প্রেসিডেন্টের অভিযোগ, সুইডেনে এখনো পিকেকে সমর্থকেরা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর থেকেই প্রমাণিত হয়, সুইডেন পিকেকে সমর্থকদের গ্রেপ্তার করতে খুব বেশি উৎসাহী নয়। সুইডেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে তুরস্ক সুইডেনের পক্ষে ভোট দেবে না।

কার্যত তুরস্কের উপরেই আপাতত নির্ভর করছে সুইডেনের ন্যাটোয় যোগদান। অন্য সমস্ত রাষ্ট্র সমর্থন করলেও তুরস্ক সুইডেনের পক্ষে ভোট দেয়নি। তৃতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর মনে হয়েছিল এর্দোয়ান এবিষয়ে কিছুটা নমনীয় হবেন। কিন্তু প্রেসিডেন্টের এদিনের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, বিষয়টি নিয়ে তিনি নিজের অবস্থান এখনো পরিবর্তন করেননি।

পার্লামেন্টের পাশে রুশ দূতাবাস তৈরি নিষিদ্ধ অস্ট্রেলিয়ায়

আইন পাস করে রাশিয়ার নতুন দূতাবাস তৈরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো অস্ট্রেলিয়া। ক্যানবেরায় পার্লামেন্ট ভবনের কাছে এই দূতাবাস হচ্ছিল।

অস্ট্রেলিয়ার বক্তব্য, তাদের পার্লামেন্ট হাউসের কাছে রাশিয়ার দূতাবাস থাকা মানে তা বিপদের কারণ। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ বৃহস্পতিবার বলেছেন, ''নিরাপত্তা বাহিনীর রিপোর্টের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পার্লামেন্ট ভবনের কাছে রাশিয়াকে দূতাবাস বানানোর জন্য যে জমি লিজে দেয়া হয়েছিল, তা বাতিল করা হয়েছে। পার্লামেন্টে পেশ করার দুই ঘণ্টার মধ্যেই দুইটি কক্ষেই তা পাস হয়ে যায়।'' ওই জমিতে রাশিয়ার দূতাবাস বানানোর কাজ চলছিল। গতমাসে ফেডারেল কোর্টে এই বিষয়ে একটি মামলায় রায় রাশিয়ার পক্ষে যায়। স্থানীয় ক্যানবেরা কর্তৃপক্ষ এর আগে লিজ বাতিল করেছিল। তাদের যুক্তি ছিল, ২০০৮ এ জমি লিজে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়া তা ফেলে রাখে। শর্ত ছিল রাশিয়া তিন বছরের মধ্যে নির্মাণ শেষ করবে।

আলবানিজ জানিয়েছেন, ''আমরা খুব দ্রুত কাজ করেছি। কারণ, একবার ওখানে রাশিয়ার কূটনীতিকরা কাজ শুরু করলে অসুবিধা হতো। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।''

তিনি জানিয়েছেন, নিরাপত্তা এজেন্সিগুলি সরকারের কাছে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে। পার্লামেন্টের এত কাছে রাশিয়ার দূতাবাস থাকাটা একেবারেই কাঙ্খিত নয়। তা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় ঝুঁকি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, ''ওই জায়গাটা একেবারে পার্লামেন্টের পাশেই। ওখানে কোনো দূতাবাসকেই ভবন তৈরির অনুমতি দেয়া হবে না।'' সাবেক সোভিয়েত জমানার দূতাবাসই এখন রাশিয়ার দূতাবাস। এই জায়গাটা পার্লামেন্টের থেকে অনেকটাই দূরে। ইউক্রেন যুদ্ধের পর অস্ট্রেলিয়া রাশিয়া থেকে অ্যালুমিনিয়াম ও বক্সাইট আমদানি করা বন্ধ করে দিয়েছে।

জানা অজানা

ধর্ম,ধর্মাচরণ ও আধ্যাত্মিকতা এক নয়

সুনীল কুমার দে

ধর্ম বলতে আমরা হিন্দু,মুসলিম,শিখ,ঈশাই,বৌদ্ধ,জৈন প্রভৃতি কে বুঝে থাকি।ধর্ম বলতে মন্দির, মসজিদ, গির্জা, গুরুদ্বারা তে যাওয়া কে বুঝে থাকি,ধর্ম বলতে আমরা পূজা, নামাজ,প্রার্থনা ও গুরুগ্রন্থ পাঠ আদি করাকে বুঝে থাকি।আর এই ধর্ম নিয়ে ঝগড়া, ঝাটি, মারামারি, হিংসা, ঘৃণা ও রক্তপাত করি।আসলে এ গুলো ধর্ম নয়,এ সব ধর্ম মত ও জীবন পদ্ধতি।স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন,,ধর্ম এমন একটি পবিত্র ভাব যা পশুকে মানুষে ও মানুষ কে দেবতায় পরিণত করে।ধর্মের অলংকার হলো প্রেম,প্রীতি,ভালোবাসা,দয়া,ক্ষমা, পরোপকার,সেবা,ত্যাগ,অহিংসা প্রভৃতি। ধর্মাচরণ হলো পূজা, ব্রত, উপবাস, নমাজ,প্রার্থনা করা,গেরুয়া কাপড় পরা, তিলক কাটা,মালা জপা, পূর্ণিমা, একাদশী করা, তীর্থে যাওয়া,হজ করা প্রভৃতি কে বুঝে থাকি।এ গুলো ধর্ম নয়,ধর্ম পথে যাওয়ার আচরণ পদ্ধতি।আর আধ্যাত্মিকতা হলো নিজের স্বরূপ কে জানা,ঈশ্বর কে লাভ করা,তাকে পাওয়ার সাধনা করা, জপ, ধ্যান, সাধন, ভজন, কীর্তন ও তপস্যা কে বুঝে থাকি।অর্থাৎ ধর্ম,ধর্মাচরণ ও আধ্যাত্মিকতা এক নয়। আমাদের সবাই কে নিজের নিজের ধর্মে বিশ্বাস রাখা উচিত,নিজের ধর্ম কে পালন করা উচিত,সাথে সাথে অপরের ধর্ম কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা উচিত।কোনো ধর্মের দেব দেবী ,অবতার পুরুষ, সাধু, সন্ন্যাসী, মহাত্মা কে নিয়ে টিকা টিপ্পনি করা উচিত নয়,অপশব্দ বলা উচিত নয়,অসম্মান করা উচিত নয়।সাথে সাথে ধর্ম পথে ও ঈশ্বরের পথে যাওয়ার জন্য নিজের নিজের ধর্মের আচরণ গুলো কে পালন করা উচিত।আর সবথেকে মুখ্য উদ্দেশ্য হলো নিজের নিজের আরাধ্য,ভগবান,দেবতার উপর প্রকৃত ভক্তি ও ভালোবাসা থাকা উচিত।তাকে পাওয়ার ও তাকে লাভ করার ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকা উচিত।সাধনা ও তপস্যা করা উচিত।এটাই হলো আধ্যাত্মিক তা।যে প্রকৃত ধার্মিক শুধু নয় ,আধ্যাত্মিক মানুষ তার মধ্যে কোনো ভেদাভেদ,রাগ,বিদ্বেষ, হিংসা,ঘৃণা থাকে না।এই আধ্যাত্মিকতাই মানুষ কে অমৃতের পথে নিয়ে যায়, মুক্তির পথে নিয়ে যায় ও মানুষ কে দেবতা বানায়।তাই ধর্ম,ধর্মাচরণ ও আধ্যাত্মিতাএক নয়।

পাঠকের চিঠি

হরিনার মুক্তেশ্বর ধাম তীর্থে পরিণত হতে চলেছে

আজ ১৫ ই জুন অর্থাৎ রজ সংক্রান্তির আগের দিন।আজ থেকে ঝাড়খন্ডের বিখ্যাত হরিনা পরব ও হরিনা মেলা শুরু হচ্ছে।আজ থেকে প্রায় ৪০০ বছর আগে হরিনাতে শিব বাবার মহিমা প্রকাশ হয়েছিলো একটি দুধেল গাভীর মধ্য দিয়ে।১৮৫৬ সাল থেকে নিয়মিত ভাবে বাবার পুজো শুরু হয়েছে।বাবার মন্দির ছাড়াও মা কালীর মন্দির,গণেশের মন্দির,হরি মন্দির,হনুমান মন্দির,গুহা মন্দির,মা পাউড়ি মন্দির,যজ্ঞ কুন্ড,ধুনি কুন্ড,মোহন বাবার সমাধি মন্দির,জাহের থান,তোরণ দ্বার আদি হরিনার মুক্তেশ্বর ধামের শোভা বাড়িয়েছে।মুক্তির ধাম বলেই নাম পড়েছে মুক্তেশ্বর ধাম।মুক্তেশ্বর ধামের বার্ষিক উৎসব হলো রজ উৎসব যা জেষ্ঠ সংক্রান্তি তে অনুষ্ঠিত হয়।আজ ১৫ ই জুন অর্থাৎ আজ জাগরণের দিন।আজ হরিনা গ্রামে বাবার জাগরণ হবে।রাত্রে জাম ডালি,গরিয়া ভার,ছো নৃত্য হবে।আগামী কাল অর্থাৎ ১৬ ই জুন রজ সংক্রান্তি। উৎসবের মুল দিন।সকালে ভগতারা ভগতা পুকুরে চান করে পাট ভোগটা কে নিয়ে মহাদেব শালে,, দেব দেব মহাদেব,শিব শঙ্কর ভোলানাথ,কাশিরে বিশ্বেশ্বর,গয়ারে গদাধর এই রব করতে করতে আসবে ও বিধিবত বাবার শুরু হবে।১৬ তারিখ থেকে মেলা শুরু হয়ে যায় যা এক সপ্তাহ ধরে চলে।ঝাড়খন্ড ছাড়াও উড়িষ্যা, পশ্চিম বাংলা ও বিহার থেকেও ভক্ত ও পর্যটকেরা বহু সংখ্যায় আসে।বেচা কেনা,আনন্দ অনুষ্ঠান,পূজা পাঠে মেতে উঠে সারা মুক্তেশ্বর ধাম।আজ এই মুক্তেশ্বর ধাম ভক্তি ও আস্থার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে ও তীর্থের রূপ নিতে চলেছে।হরিনা পরব ও হরিনা মেলা উপলক্ষে সকল শিব ভক্তদের ও এলাকার ভাই ও বোনদের জানাই প্রীতি,শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।হরিনা মেলা ভালো ভাবে সম্পন্ন হউক হরিনা বাবার কাছে এই প্রার্থনা করি।

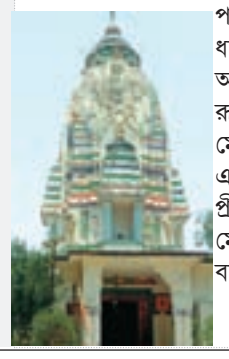

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ঝাড়খন্ড রাজ্যে সরকারি তথ্য অনুযায় কোলহান সহ রাজ্যের ১০ টি জেলা বাংলা অধ্যুষিত জেলা রূপে মান্যতা পেয়েছে

পোটকা ঃ পূর্ববর্তী সময়ে রাজ্যের বাংলা অধ্যুষিত জেলা গুলোর রেল স্টেশনে যাত্রী সুবিধার্থে বাংলায় ঘোষণা হতো এবং স্টেশনের নামের ফলক বাংলায় লেখা থাকতো অন্য ভাষার সাথে, গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে উদ্দেশপ্রনদিত ভাবে রেল স্টেশন গুলোতে প্রথমে ঘোষণা এবং পরের ধাপে বাংলায় লেখা ফলক গুলোর ওপর অন্যান্য ভাষা লেখা হয়েছে (গালুডিহ স্টেশন) বা নব স্থাপিত ফলকে (চাকুলিয়া , হলুদপুকুর) বাংলা স্থানই পায়নি ফলস্বরূপ শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষের ট্রেনে যাত্রা কালে নিজ স্টেশন চিনতে অসুবিধা হয় এবং বাংলা ভাষার অবমাননাও হচ্ছে।

রাজ্যের বাংলাভাষী অধ্যুষিত জেলা গুলোর সাথে পূর্ব - পশ্চিম সিংভূম, সরাইকেল্লা - খারসোয়া জেলার রেল স্টেশানে পুনঃ বাংলার ফলক লাগানোর দাবি জানিয়ে ২২ শে জুন, বুধবার,২০২২ জামশেদপুরের মাননীয় সাংসদ মহাশয়কে পত্র দেওয়া হয় এবং কাল ১৪ ই জুন,বুধবার চাইবাসার সার্কিট হাউসে আগত কেন্দ্রীয় রেল রাজ্য মন্ত্রী শ্রী রাওসাহেব পাটিল ধানবের সাথে কোলহানের বঙ্গীয় সংস্থাদের প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেন। বঙ্গীয় প্রতিনিধি দল পুষ্পস্তবক ও ভগবত গীতা উপহার দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে সম্মানিত করেন এবং রাজ্যের রেল স্টেশন গুলোতে অবিলম্বে পুনঃ স্টেশনের নামের ফলক বাংলায় লেখা হোক দাবি জানানো হয়। মাননীয় রেল রজ্যমন্ত্রি মহাশয় রেল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে দ্রুত সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এখন থেকে ছাত্রছাত্রীরা মসৃণ ভাবে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নাম ভর্তি করার সুযোগ পাবে বলে মন্তব্য শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগুর

এসএএমএআরটিএইচইগভ এর অধীনে রাজ্য সরকারের উচ্চ শিক্ষা বিভাগের দ্বারা উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের নাম ভর্তির জন্য আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন পোর্টাল উন্মোচন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সুখবর। এখন থেকে সারা অসমের প্রতিটি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে নাম ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের এসএএমএআরটিএইচইগভ এর অধীনে আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন পোর্টাল শুরু করা হয়েছে। এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। এই পরিষেবার মাধ্যমে এখন থেকে ছাত্রছাত্রীরা মসৃণ ভাবে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নাম ভর্তি করার সুযোগ পাবে বলে মন্তব্য মন্তব্য করেছেন তিনি।

গুয়াহাটি মহানগরের কাহিনীপাড়া স্থিত সমগ্র শিক্ষা অভিযানের কার্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু জানান প্রতিটি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা এই পোর্টালের মাধ্যমে নাম ভর্তি করতে পারবে। প্রতিবছর উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গুলোতে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া একজন ছাত্রের যোগ্যতা ভিত্তিতে একই সময়ে অনেকগুলো মহাবিদ্যালয় নাম ভর্তির জন্য আবেদন করার ফলশ্রুতিতে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা সেই শিক্ষা অনুষ্ঠানগুলোতে নাম ভর্তির ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে আসছে। অনেক সময় মহাবিদ্যালয়ের সেই সিটগুলো খালি পড়ে থাকে। কিন্তু এবার থেকে এই পোর্টালের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা এই সমস্যা সম্মুখীন হবে না বলে তিনি স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু এখন থেকে উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গুলোতে উচ্চশিক্ষা বিভাগ ছাত্রছাত্রী সম্পর্কে একটি মিলিত ডেটাবেজ পাবে। যার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ দিনে শিক্ষার মানদন্ড নিরূপণ এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। উল্লেখ্য বুধবার রাত দশটা থেকে পোর্টাল ছাত্রছাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলন তথা অনুষ্ঠানে শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা ডাঃ ননী গোপাল মহন্ত, উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব বি আর সামাল সহ শিক্ষা বিভাগের শীর্ষস্থরের আধিকারিক এবং বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষরা উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া অনুযায়ী শিক্ষকদের কামাখ্যা মন্দিরের অম্বুবাচী মেলার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তিনি বলেন একাংশ সংবাদ মাধ্যম এক্ষেত্রে ভুয়া খবর প্রচার করছে। এখন পর্যন্ত এই মেলার কোন ধরনের দায়িত্ব বিভাজন করা হয়নি বলে কামরূপ মেট্রো জেলাশাসক ইতিমধ্যে তাকে জানিয়েছেন। তাছাড়া একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বিদ্যালয় গুলোতে বর্তমান কোন ধরনের পরীক্ষা চলছে না। প্রতিটি পরীক্ষা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। উল্লেখ্য পরীক্ষা বাতিল করে ৩১ টি বিদ্যালয়ের শিক্ষককে অম্বুবাচী মেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে একাংশ সংবাদ মাধ্যম খবর প্রকাশ করেছে।

বিজেপির নেত্রী জোনালি নাথের হত্যাকাণ্ডের সংক্রান্ত পুলিশের অসংবেদনশীল মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন ডিজিপি জিপি সিংহ

এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যুর তদন্ত গ্রহণ করে নিয়েছে সিবিআই, আগামীকাল থেকে তদন্ত শুরু

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গোয়ালপাড়া জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা জোনালি নাথের হত্যাকাণ্ডে জড়িত হাসানুর ইসলামকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রেম জনিত কারণে এই হত্যাকান্ড সংগঠিত হয়েছিল ঘোষণা করেছিলেন সিআইডির আইজিপি দেবরাজ উপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছিলেন দুইজনের মধ্যে দুই বছর ধরে ঘনিষ্ঠ প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলে পুলিশ তথ্য পেয়েছে। এই মন্তব্যের পরেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছে জোনালি নাথের পরিবার। এমনকি প্রয়াত এই বিজেপি নেত্রীর স্বামী সিআইডির আইজিপি দেবরাজ উপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দাখিল করেছেন। অবশেষে অসম পুলিশের কর্তা জিপি সিংহ গোয়ালপাড়ায় উপস্থিত হয়ে এই অসংবেদনশীল মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। তাছাড়া সিবিআই এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যুর তদন্ত গ্রহণ করে নিয়েছে বলে জানান তিনি।

প্রসঙ্গত রবিবার বিকেল সাড়ে চারটের নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছিলেন গোয়ালপাড়া জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা তথা অত্যন্ত সক্রিয় নেত্রী জোনালি নাথ। কিন্তু রাত সাড়ে আটটা নাগাদ তার বাড়ি থেকে প্রায় ১০-১২ কিলোমিটার দূরে কৃষ্ণাইয়ের রাজপথে জোনালি নাথের নিথর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেছিল। তবে এটা যে দুর্ঘটনা নয় বরং হত্যা সেটা তার মৃত দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন পুলিশ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা। অবশেষে ঘটনার এক দিন পরেই অর্থাৎ সোমবার বিজেপি নেত্রী জোনালি নাথের হত্যাকাণ্ডের রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তার হত্যাকাণ্ডে জড়িত হাসানুর ইসলামকে পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। অসম পুলিশের আইজিপি (আইনশৃঙ্খলা) আইপিএস প্রশান্ত ভূঁইয়া গোয়ালপাড়ায় উপস্থিত হয়ে ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি এক সাংবাদিক বৈঠক আয়োজন করেন। সেই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে সিআইডির আইজিপি দেবরাজ উপাধ্যায় জানান হাসানুর ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দুইজনের মধ্যে দুই বছর ধরে ঘনিষ্ঠ প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে।

তবে সিআইডির আইজিপি দেবরাজ উপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের পরেই বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে প্রয়াত বিজেপি নেত্রী জোনালি নাথের স্বামী এবং তার ১৮ বছরের জ্যেষ্ঠ মেয়ে এই মন্তব্য করার জন্য সেই পুলিশ কর্তার ব্যাপক সমালোচনা করেছেন। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী জোনালি নাথ কোনভাবেই কোন পরকীয়া প্রেমে জড়িত ছিলেন না। অযথা তার মৃত্যুর পর তার চরিত্র হনন করা হচ্ছে। শুধুমাত্র বিজেপি নেত্রীকে নয় বরং তাদেরও এভাবে হত্যা করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বামী এবং জ্যেষ্ঠ মেয়ে। এক্ষেত্রে নীরব হয়ে না থেকে প্রয়াত বিজেপি নেত্রী জোনালি নাথের স্বামী চন্দ্র কুমার নাথ সিআইডির আইজিপি দেবরাজ উপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মাটিয়া থানায় এজাহার দাখিল করেছেন। কোন ধরনের তদন্ত না করে তার স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করার একটি মেনে নিতে না পারায় অবশেষে থানায় এজাহার দাখিল করেছেন তিনি।

প্রয়াত বিজেপি নেত্রী জোনালি নাথের পরিবারকে সান্তনা দিতে বুধবার গোয়ালপাড়া জেলায় তাদের বাসভবনে উপস্থিত হয়েছিলেন ডিজিপি জিপি সিংহ। তিনি দাঁড়িয়ে থেকে বিজেপি নেত্রীর স্বামী চন্দ্র কুমার নাথ এবং তাদের জ্যেষ্ঠ মেয়ের যাবতীয় অভিযোগ শুনেছেন। তাছাড়া সিআইডির আইজিপি দেবরাজ উপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের ফলে তার পরিবারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন তিনি। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন পুলিশের এই ধরনের অসংবেদনশীল মন্তব্য করা উচিত হয়নি। এর জন্য আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সিআইডির আইজিপি দেবরাজ উপাধ্যায়ের থেকে কৈফিয়ৎ তলব করবেন তিনি। ডিজিপি বলেন অসম পুলিশের মুখপাত্রদের সংযত হয়ে মতামত ব্যক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বল উল্লেখ করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যুর তদন্ত অতি শীঘ্র সিবিআই এর হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে সম্প্রতি ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন ডিজিপি জিপি সিংহ স্বয়ং নতুন দিল্লি উপস্থিত হয়ে সিবিআই এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই মামলা গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে অনুরোধ জানাবেন। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী এই তদন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সিবিআই। বুধবার প্রকাশিত সচিব রাজিব কুমার খেরে স্বাক্ষর যুক্ত কেন্দ্রীয় সরকারের এক নোটিফিকেশনের মাধ্যমে একথা ঘোষণা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন সিবিআই ইতিমধ্যে এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যুর তদন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। বুধবার রাতেই ডিআইজি পর্যায়ের অফিসারের নেতৃত্বে সিবিআইয়ের একটি দল গুয়াহাটি মহানগরে এসে উপস্থিত হবে। বৃহস্পতিবার থেকেই এই বিষয়ে সিবিআই তদন্ত শুরু করে দেবে বলে জানালেন ডিজিপি।

বাংলাদেশ নিয়ে এবার ব্লিঙ্কেনকে ৬ কংগ্রেসম্যানের চিঠি

নিউ ইয়র্ক ঃ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অবাধ ও সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে মার্কিন সরকার কী ভূমিকা নিচ্ছে তা জানতে চেয়ে সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনকে চিঠি লিখেছেন ৬ কংগ্রেস সদস্য। ২০২৪ সালে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচন এগিয়ে আসায় বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটছে উল্লেখ করে চিঠিতে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, ''আমরা যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ও অন্যান্য সংস্থাকে বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জবাবদিহি নিশ্চিতে ধারাবাহিকভাবে আহ্বান জানাতে অনুরোধ করছি, যার মধ্যে সম্প্রতি নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পুলিশের আধাসামরিক ইউনিট র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) রয়েছে।'' এতে আরো বলা হয়, ''মার্কিন কর্মকর্তাদের স্পষ্ট ও পুনঃপুনঃ বিবৃতি এবং উদ্যোগ বাংলাদেশ সরকারকে তার মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতা মেনে চলা নিশ্চিত করতে সহায়ক হতে পারে। এটি আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইতোমধ্যে বিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধে গণগ্রেপ্তার এবং সহিংসতা হয়েছে, যা নির্বাচনের ফলকে কলঙ্কিত করতে পারে এবং সামাজিক সংঘাতকে আরও গভীর করে তুলতে পারে।'' ৬ কংগ্রেস সদস্য হলেন উইলিয়াম আর কিটিং, জেমস পি ম্যাকগভার্ন, বারবারা লি, জিম কস্টা, ডিনা টাইটাস ও জেমি রাসকিন। গত ৮ জুন তারা চিঠিটি লিখেন এবং কংগ্রেস সদস্য উইলিয়াম

আর কিটিং তার অফিশিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে বিষয়টি জানিয়েছেন। গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাব ও বাহিনীর তৎকালীন বর্তমান ও সাবেক ৭ কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র।ওই নিষেধাজ্ঞাকে স্বাগত জানিয়ে এই কংগ্রেস সদস্যরা চিঠিতে লিখেছেন, ''দুর্ভাগ্যজনকভাবে এরপরও বাংলাদেশে দমনপীড়ন কমেনি।'' চিঠিতে বলা হয়েছে, ''২০২১ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশি সমাজের অনেককে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রত্যক্ষ, নথিভুক্ত বা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছে। 'এর প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ সরকার সুশীল সমাজের সংগঠন, মানবাধিকার রক্ষাকারী, মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার এবং তাদের পরিবারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক আচরণ বাড়িয়ে দিয়েছে।'' কংগ্রেস সদস্যরা বলেছেন, তারা বোঝেন যে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এবং এক মিলিয়ন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয়দানের বিষয়টিকে তারা প্রশংসা করে। ''একইসঙ্গে ২০২৩ সালের গণতন্ত্র শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ না জানানোর সিদ্ধান্তটি একটি স্পষ্ট সংকেত ছিল যে, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক এবং মানবাধিকার চ্যালেঞ্জগুলোকে স্বীকৃতি দেবে।'' এর আগে, মার্কিন কংগ্রেসের অপর ৬ সদস্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে লেখা চিঠিতে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির সমালোচনা করেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের মানুষ যাতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন, সে সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রেসিডেন্টকে ভূমিকা রাখার অনুরোধ জানান। এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে এবং দায়ী ব্যক্তিদের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপের অনুরোধ করেন তারা। ২ জুন ভার্জিনিয়ার কংগ্রেস সদস্য বব গুড প্রেসিডেন্ট বাইডেনের কাছে লেখা ওই চিঠি নিজের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেন। ওই চিঠিতে স্বাক্ষরদানকারী অন্য ৫ কংগ্রেস সদস্য হলেন স্কট পেরি, ব্যারি মোর, ওয়ারেন ডেভিডসন, টিম বুরচেট ও কিথ সেলফ। এ ছাড়া, ১২ জুন বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে ভূমিকা রাখতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক প্রধান জোসেপ বোরেলকে একটি চিঠি লেখেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ৬ সদস্য।

মণিপুরে মন্ত্রীর বাড়িতে আগুন

মণিপুর ঃ মণিপুরের বাণিজ্যমন্ত্রী নেমচা কিপগেনের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। সেনা তল্লাশি শুরু হয়েছে এলাকায়। মঙ্গলবার থেকেই অশান্ত মণিপুরের ইম্ফল পশ্চিম অঞ্চল। রাজধানী লাগোয়া এই অঞ্চলে মঙ্গলবারের সংঘাতে নয় জনের মৃত্যু হয়েছিল। বুধবার বিকেলে ওই অঞ্চলেই রাজ্যের একমাত্র নারী মন্ত্রীর বাড়িতে হামলা চালায় বিক্ষোভকারীরা। তার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। মন্ত্রী অবশ্য সে সময় বাড়িতে ছিলেন না। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনা বাহিনীর জওয়ানেরা উচ্চপদস্থ অফিসারদের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। তবে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংয়ের ১২ জনের মন্ত্রিসভায় অন্যতম সদস্য কিগপেন। জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন এই কুকি প্রতিনিধি। সংঘাত শুরু হওয়ার পর কিগপেনসহ ১০ জন কুকি জনপ্রতিনিধি পৃথক কুকি প্রশাসনিক কাঠামোর দাবি জানিয়েছিলেন। তিনি ছাড়াও আরো ছয়জন বিজেপি বিধায়ক এই দাবি জানিয়েছেন। তার বাড়িতে হামলার ঘটনায় মেইতেইরা যুক্ত বলে স্থানীয় সংবাদপত্রের একটি অংশ দাবি করেছে। কিন্তু প্রশাসনের তরফে এখনো কিছু জানানো হয়নি। গত ২৪ ঘণ্টায় এই অঞ্চলে অন্তত নয়জনের মৃত্যু হয়েছে। বহু মানুষ আহত এবং ঘরছাড়া। বিভিন্ন এলাকায় এখনো গুলির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। রাজধানী ইম্ফলসহ একাধিক জায়গায় কারফিউ চলছে। বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্প্রতি মণিপুরে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এসেছেন। সেনা এবং স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এরপরেই মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংহের নেতৃত্বে একটি শান্তিরক্ষা কমিটি তৈরি হয়। কিন্তু মেইতেই এবং কুকি দুই পক্ষই ওই শান্তিরক্ষা কমিটি মানতে রাজি হয়নি।

মেসির দ্রুততম গোলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার দারুণ জয়

প্যারিস ঃ অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্য ছিল বিশ্বকাপে হারের প্রতিশোধ। ম্যাচের আগে নিজেদের সেই লক্ষ্যের কথা ঘটা করে বলেছেও তারা। কিন্তু কিসের আর প্রতিশোধ! খেলা শুরুর দেড় মিনিট পার হওয়ার আগেই ম্যাচের ভাগ্য লিখে দেন লিওনেল মেসি। ৭৯ সেকেন্ডেই অস্ট্রেলিয়ান রক্ষণকে বিবশ বানিয়ে ডিবক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক শটে লক্ষ্যভেদ করেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। এটি মেসির ক্যারিয়ারে দ্রুততম গোল। শুধু গোল করেই নয়, ড্রিবলিংয়ের চিরচেনা জাদুতেও এদিন মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী এই মহাতারকা। মেসির জাদুকরি দিনে আর্জেন্টিনার ২-০ গোলের জয়ে পরের গোলটি করেন গেরমান পাৎেসয়া।

বেইজিংয়ের ওয়ার্কাস স্টেডিয়ামে মেসিদের অবশ্য জার্সিতে নাম দেখে চেনার উপায় ছিল না। সবার জার্সিতেই নাম লেখা ছিল চীনা ভাষায়। চিনতে হচ্ছিল জার্সি নম্বরে। মেসিকে চিনতে অবশ্য নম্বর, নাম না হলেও চলে, পায়ের জাদুই যে যথেষ্ট!

সেই বাঁ পায়ের জাদুতে আর্জেন্টিনার এগিয়ে যেতে সময় লাগে মাত্র ২ মিনিট। অস্ট্রেলিয়ান ডিফেন্ডার ম্যাথিউ লেকির ভুলে বল পান এনজো ফার্নান্দেজ। চেলসি তারকা বল বাড়ান মেসিকে উদ্দেশ্য করে। ডিবক্সের একটু বাইরে বল পেয়ে ট্রেডমার্কে বাঁকানো শটে বল জালে জড়ান আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। মেসির এই গোলেই আর্জেন্টিনা এগিয়ে যায় ১-০ গোলে। শুরুতে এগিয়ে গিয়ে আরও উজ্জীবিত হয়ে ওঠে আর্জেন্টিনা। পরের কিছু সময় অস্ট্রেলিয়াকে কোনো সুযোগ না দিয়ে একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

এ সময় অস্ট্রেলিয়ান রক্ষণকে রীতিমতো তটস্থ করে রাখেন মেসিরা। ৫ মিনিটের মাথায় আর্জেন্টিনার প্রচেষ্টা অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৯ মিনিটে মেসির শট সাইড নেটে লাগে। অস্ট্রেলিয়া দু'একবার আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করলেও আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডারদের প্রেসিংয়ে আক্রমণগুলোকে পরিণতি দিতে পারছিল না তারা।

অন্যদিকে দ্বিতীয় গোল না পেলেও মাঝমাঠের দখল নিয়ে দারুণ পাসিংয়ে ম্যাচ নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রাখে আর্জেন্টিনা। একের পর এক চেষ্টা চালিয়ে একাধিকবার কাছাকাছি গিয়েও নিরাশ হয় তারা। ম্যাচের প্রথম ২৫ মিনিটে আর্জেন্টিনার দখলে বল ছিল ৭৮ শতাংশ, বিপরীতে অস্ট্রেলিয়ার দখলে ছিল ২১ শতাংশ।

২৮ মিনিটে অবশ্য দারুণ একটি সুযোগ এসেছিল অস্ট্রেলিয়ার সামনে। জর্দান বসের কাছ থেকে ডিবক্সে বল পেয়ে কাছাকাছি জায়গা থেকে শট নেন মিচেল ডিউক। প্রথম প্রচেষ্টায় এমিলিয়ানো মার্তিনেজ ঠেকানোর পরও বল ফিরে আসে পোস্টে লেগে। এরপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ফের দলকে রক্ষা করেন মার্তিনেজ। এরপর আরও উজ্জীবিত হয়ে লড়াই চালিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া।

এ সময় একাধিকবার আর্জেঃটাইন রক্ষণে ভীতি সৃষ্টি করলেও গোল নামক সোনার হরিণটি অবশ্য পাওয়া হয়নি তাদের। ৩৮ মিনিটে নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোলটি করার দারুণ সুযোগ এসেছিল মেসির সামনে। রদ্রিগো দি পলের থ্রো পাস ধরে দারুণভাবে মেসি ঢুকেও পড়েছিলেন প্রতিপক্ষের রক্ষণে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোলরক্ষককে একা পেয়েও পোস্টের ওপর দিয়ে বল বাইরে পাঠান মেসি। এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় আর্জেন্টিনা।

বিরতির পর ৪৯ মিনিটে দারুণ সুযোগ পায় আর্জেন্টিনা। কিন্তু গোলকিপারের ডাবল সেইভে সে যাত্রায় বেঁচে যায় সকারুরা। ৫৩ মিনিটে ফের কাছাকাছি গিয়ে গোলবঞ্চিত হয় আর্জেন্টিনা। তবে ৬৮ মিনিটে ভুল করেননি গেরমান পাৎেসয়া। দি পলের ক্রসে দারুণ এক হেডে বলকে জালের ঠিকানা দেখান পাৎেসয়া। ৭১ মিনিটে হুলিয়ান আলভারেজের শট অস্ট্রেলিয়ান গোলরক্ষক দারুণভাবে ঠেকিয়ে দেওয়ায় তৃতীয় গোলটি পাওয়া হয়নি আর্জেন্টিনার।

৭৪ মিনিটে অভিষেক হয় আলেসান্দ্রো গারনাচোর। নিকোলাস গনসালেসের পরিবর্তে মাঠে নামেন এই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তরুণ। ম্যাচের ৭৮ মিনিটে যা দেখা গেল তার জন্যই ছিল যত অপেক্ষা। কয়েক সেকেন্ডের জন্য গোটা ওয়ার্কাস স্টেডিয়ামকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন মেসি।

ড্রিবলিং জাদুতে অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের বোকা বানিয়ে মাঝমাঠ থেকে বল বাড়ান মেসি। যদিও সেই আক্রমণ শেষ পর্যন্ত গোলে পরিণতি পায়নি। তবে স্টেডিয়ামে আসা দর্শকেরা ঠিকই পয়সা উশুল করেই মাঠ ছেড়েছেন। ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনা পরের ম্যাচ খেলবে ১৯ জুন।

ফিফার বর্ণবাদবিরোধী কমিটির প্রধান ভিনিসিয়ুস

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ ফুটবল তথা ক্রীড়াঙ্গনে বর্ণবাদের থাবা অনেক পুরোনো। নানা চেষ্টা ও উদ্যোগের পরও ফুটবলকে বর্ণবাদমুক্ত করা সম্ভব হয়নি। বরং বিভিন্ন সময় এই আক্রমণ সব সীমা ছাড়িয়ে যেতে দেখা গেছে। সদ্য শেষ হওয়া মৌসুমেও ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে কেন্দ্র করে ফের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে বর্ণবাদ। মৌসুমের শুরু থেকেই প্রতিপক্ষ সমর্থকদের কাছ থেকে বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার হতে হয় ব্রাজিলিয়ান এই উইঙ্গারকে। তবে বিষয়টি আরও তীব্র হয় মৌসুমের শেষ দিকে রিয়াল মাদ্রিদ বনাম ভ্যালেন্সিয়া ম্যাচে। সেদিন ভিনির বিরুদ্ধে হওয়া বর্ণবাদী আচরণের প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠে ফুটবলবিশ্ব। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সানজিদা খাতুন পর্যন্ত সবাই ভিনিকে সমর্থন করে নিজেদের অবস্থান জানান।

সে ধারাবাহিকতায় এবার ফিফার বর্ণবাদবিরোধী কমিটির প্রধান বানানো হয়েছে ভিনিকে। খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত বিশেষ এই কমিটি ফুটবলে বৈষম্যমূলক আচরণের ঘটনায় কঠোর শাস্তির পরামর্শ দেবে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বিশেষ এই কমিটির কথা নিশ্চিত করেছেন ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো। ব্রাজিল জাতীয় দল ও ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে বৈঠকের পর ফিফা সভাপতি বলেছেন, 'ফুটবলে আর কোনো বর্ণবাদ থাকবে না। এটা হলেই ম্যাচ বন্ধ করে দেওয়া হবে। অনেক হয়েছে।' ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে আলাপ করেছেন জানিয়ে ইনফান্তিনো বলেছেন, 'আমি ভিনিসিয়ুসকে বলেছি খেলোয়াড়দের দলটির নেতৃত্ব দিতে, যারা বর্ণবাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির প্রস্তাব করবে। যা পরে বিশ্বব্যাপী ফুটবল কর্তৃপক্ষগুলো বাস্তবায়ন করবে। আমাদের খেলোয়াড়দের কথা শুনতে হবে। নিরাপদ পরিবেশের জন্য আমাদের কী দরকার, তা জানতে হবে। আমরা এ বিষয়টি নিয়ে খুবই মনোযোগী।'

লম্বা সময় ধরে বর্ণবাদ ফুটবল অঙ্গনে মাথাব্যথার কারণ হলেও সেটি দূরীকরণে কোনো উদ্যোগই খুব একটা ফল বয়ে আনেনি। ফিফা অবশ্য এবার কঠোর অবস্থান নেওয়ার কথা বলছে। ইনফান্তিনো বলেছেন, 'আমাদের আরও কঠোর শাস্তির প্রয়োজন। ফুটবলে বর্ণবাদ আমরা আর সহ্য করব না। ফিফা সভাপতি হিসেবে আমি ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি।' এর আগে ভ্যালেন্সিয়ার মাঠে ভিনির বিরুদ্ধে হওয়া বর্ণবাদী আচরণের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানান ইনফান্তিনো। তিনি তখন বলেছিলেন, 'ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করছি। ফুটবল বা সমাজে বর্ণবাদের স্থান নেই। যেসব খেলোয়াড় এ ধরনের পরিস্থিতিতে পড়বে, ফিফা তাদের পাশে থাকবে। ভ্যালেন্সিয়া-রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচের ঘটনাগুলো দেখাচ্ছে যে বিষয়টি এভাবেই হওয়া দরকার। যে কারণে ফিফা প্রতিযোগিতায় তিনধাপ প্রক্রিয়া চালু আছে, যা সব ধরনের ফুটবলে প্রচলনের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।'

ভিনিসিয়ুসের ঘটনার পর ব্রাজিলও বর্ণবাদ সোচ্চার হয়েছে। এরই মধ্যে ভিনিসিয়ুসের নামে আইনও অনুমোদন পেয়েছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোর আইনপ্রণেতারা ফুটবল ম্যাচে হওয়া বর্ণবাদী আচরণ কমানোর লক্ষ্যে আইনটি অনুমোদন করেছেন। যে আইনটি এখন 'ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ল (আইন)' নামে পরিচিতি পাচ্ছে। নতুন এই আইনের অনুমোদন দেওয়া নিয়ে আইনের খসড়া লেখক রাজ্যের ডেপুটি প্রফেসর জোসেমার বলেছিলেন, ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে যে ধরনের আচরণ করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সম্মান নিশ্চিত করার জন্য এ ধরনের আইনের প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া স্টেডিয়ামে বর্ণবাদ দূর করার জন্যও এমন উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

এবারের লা লিগা মৌসুমে পাঁচবার বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার হয়েছেন ভিনিসিয়ুস শুধু এটুকুই নয়, ভিনির সঙ্গে হওয়া বর্ণবাদী আচরণের প্রতিবাদে প্রীতি ম্যাচও খেলতে যাচ্ছে ব্রাজিল। ১৭ জুন বার্সেলোনায় প্রথম ম্যাচে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ গিনি এবং ৩ দিন পর ২০ জুন লিসবনে দ্বিতীয় ম্যাচের প্রতিপক্ষ সেনেগাল।

এক বলেই দুটি রিভিউ অশ্বিনের অদ্ভুত কাণ্ড!

লন্ডন ঃ কী একটা সময়ই না পার করছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন! র‍্যাঙ্কিংয়ের ১ নম্বর বোলার হয়েও টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে দলে জায়গা পাননি। একাদশে জায়গা না পাওয়া এই অশ্বিন ফাইনালের প্রতিদিনই ছিলেন আলোচনার কেন্দ্রে। ওভালে ভিন্ন সেই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়া অশ্বিন দেশে ফিরে ঘটিয়েছেন চমকপ্রদ এক কাণ্ড। অশ্বিনের সৌজন্যে দেখা গেছে এক বলেই দুটি রিভিউ! তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে গতকাল বুধবার এই ঘটনা ঘটিয়েছেন অশ্বিন। ভারত অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল শেষ হয়েছে ১১ জুন। লন্ডন থেকে অশ্বিন দেশে ফেরেন ১৩ জুন। নিজের শহর চেন্নাই থেকে অশ্বিন গতকাল কইম্বাটোরে ম্যাচের ভেন্যুতে পৌঁছান খেলা শুরুর খানিক আগে। শুধু একজন খেলোয়াড়ই নন, অশ্বিন তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগের দল দিন্দিগুল ড্রাগনসের অধিনায়কও।

সেই ম্যাচের ১৩তম ওভারে দিন্দিগুল ড্রাগনসের অধিনায়ক অশ্বিনের একটি ক্যারম বল ঠিকমতো খেলতে পারেননি ব্যাটসমান রাজকুমার। উইকেটের পেছনে বল গ্লাভসবন্দী করেন কিপার বাবা ইন্দ্রজিৎ। অন ফিল্ড আম্পায়ার কট বিহাইন্ডের সিদ্ধান্ত দেন। আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট ব্যাটসম্যান রাজকুমার রিভিউ নেন। রিভিউর টিভি রিপ্লে দেখে সেই সিদ্ধান্ত বদলে দেন তৃতীয় আম্পায়ার। এই আম্পায়ারের দাবি, আল্ট্রাএজএ বড় স্পাইক ব্যাট টার্কে লাগার কারণে হয়েছে। 'ব্যাটবলের মধ্যে স্পষ্ট ফাঁক আছে' জানিয়ে মাঠের সিদ্ধান্ত বদলে দেন টিভি আম্পায়ার। অশ্বিন সেই সিদ্ধান্তে খুশি না হয়ে আবার রিভিউ নেন। তবে আবারও একই কারণ দেখিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন টিভি আম্পায়ার। এই সিদ্ধান্ত অবশ্য ম্যাচে খুব একটা প্রভাব ফেলেনি। ১২১ রান তাড়ায় অশ্বিনের দল জেতে ৬ উইকেটে। সেই ব্যাটসম্যান রাজকুমার করেন ২২ বলে ৩৯ রান। অশ্বিন নিয়েছেন ২৬ রানে ২ উইকেট। তবে ম্যাচসেরা হয়েছেন ৩ উইকেট নেওয়া বরুণ চক্রবর্তী।

কেন আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের রিভিউ নিয়েছেন অশ্বিন, ম্যাচ শেষে সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। ভারতীয় এই স্পিনার বলেছেন, 'বড় পর্দায় দেখে আমার এটাকে আউট মনে হয়েছিল। এই টুর্নামেন্টে ডিআরএস নতুন চালু হয়েছে। ব্যাটে বল লাগলেও সাধারণত স্পাইক (আল্ট্রাএজএ) ফুটে ওঠে ব্যাটে স্পর্শ করার ঠিক আগে। মাঠের সিদ্ধান্ত বদলে দেওয়ার জন্য তো স্পষ্ট প্রমাণ লাগবে। তারা সেটি বদলে দেওয়ায় আমি কিছুটা অসন্তুষ্ট ছিলাম। এ জন্য রিভিউ নিয়েছিলাম। মনে করেছিলাম, তারা হয়তো অন্য কোণ থেকেও দেখতে পারে।' এটি তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগের সপ্তম আসর। তবে এবারই প্রথম ডিআরএস, আল্ট্রাএজ, ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটারের নিয়ম চালু হয়েছে।

ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ মেটাতে বাংলাদেশ অবধি করিডোরের কথা কেন ভাবছে নেপাল?

কাঠমান্ডু (ওয়েবডেস্ক)ঃ নেপাল থেকে সরাসরি বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত একটি করিডোরের জন্য জমি যদি ভারত নেপালকে হস্তান্তর করে, তাহলে নেপালও ভারতকে ৩১০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা হস্তান্তর করতে পারে। নেপাল ভারত সীমান্ত বিবাদ মেটাতে এরকমই একটা বিকল্পের কথা সামনে এসেছে।

এখন ভারতের ভূখণ্ড দিয়েই নেপাল আর বাংলাদেশের মধ্যে পণ্য চলাচল করে। তবে নেপাল চাইছে 'চিকেন নেক' বলে পরিচিত ভারতের ওই এলাকা যদি নেপালকে হস্তান্তর করে দেওয়া হয়, তাহলে তারাও পশ্চিম নেপালের যেসব এলাকা নিয়ে তাদের সঙ্গে ভারতের বিরোধ আছে, সেই অঞ্চলও ভারতকে দিয়ে দিতে পারে। নেপালের প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ডার সাম্প্রতিক ভারত সফরের পরে দুই দেশের সীমান্ত বিরোধ মেটাতে এরকমই একটা বিকল্পের কথা ভাবছেন নেপালি বিশেষজ্ঞরা।

তবে ভারতীয় বিশ্লেষকরা মনে করছেন পশ্চিম নেপালের কালাপানি এবং লিপুলেখ নদী অঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গের চিকেন নেক করিডোর দুটিই ভারতের কাছে সামরিক ভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ, তাই ভারত সম্ভবত এরকম একটা বিকল্পে রাজি হবে না।

সম্প্রতি ভারত সফরে আসা নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দহল প্রচন্ডা বলেছেন, তার দেশ শুরু থেকেই বাংলাদেশে সরাসরি একটি রুট চায়। নেপালে ফিরে আসার পর, প্রচন্ডা বলেছিলেন যে তিনি নেপালি সীমান্ত বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বেশ কয়েকটি বিকল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু তার পক্ষ থেকে কোনও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেননি। নেপালের সীমান্ত বিশেষজ্ঞ বুধিনারায়ণ শ্রেষ্ঠা বলেন, কালাপানি এলাকা নিয়ে ভারত ও নেপালের মধ্যে বিরোধ গত ছয় দশক ধরে চলে আসছে। তার কথায়, যে মানচিত্র নিয়ে ভারত ও নেপালের মধ্যে বিরোধ, তার সমাধানের একটা উপায় হতে পারে আন্তর্জাতিক রীতি মেনে এলাকা বিনিময় করা। লিপুলেখকে সীমান্ত নদী হিসাবে বিবেচনা করে উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের ৩১০ বর্গকিলোমিটার জমি ভারতের জন্য ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। আবার ভারতের কাছ থেকে পূর্ব দিকের ৩১০ বর্গকিলোমিটার জমি নিয়ে একটি করিডোর করা যেতে পারে, যাতে পূর্ব নেপালের কাকরভিট্টা সীমান্ত থেকে সরাসরি বাংলাদেশের বাংলাবান্ধা সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছনো যায়।

ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এটি একটি গুরুতর সমস্যা এবং ভারত বিশ্বাস করে যে তারা এমন কোনও পদক্ষেপ নেবে না যাতে চীনের সঙ্গে ভারতের বর্তমান উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল এস বি আস্থানা বলেছেন, এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য সঠিক সময় নয় এটা। আমরা অন্যান্য অনেক সমস্যার সঙ্গে লড়াই করছি। ভারত ও চীনা সেনারা বেশ কিছুদিন ধরে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর মুখোমুখি অবস্থান করছে।

নেপালের প্রধানমন্ত্রী প্রচন্ডা মনে করেন, ভূমি বিনিময়ের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে নেপালের সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব।

তবে ভারতের সামরিক বিশ্লেষকরা বলছেন যে তাদের মনে হয় না যে এখনই কোনও বিকল্প নিয়ে আদে। আলোচনা করা হচ্ছে।

তা সত্ত্বেও, তাদের মতে, প্রচণ্ডা ও নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে বৈঠকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে যদি দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ মেটানোর কোনও ব্যবস্থাপনা কাজ শুরু করে, তা হবে বিরাট সাফল্য। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রচণ্ডার সঙ্গে দেখা করার পর বলেছিলেন যে এই বৈঠক ভারত ও নেপালের মধ্যে সম্পর্ককে হিমালয়ের উচ্চতায় নিয়ে যাবে এবং দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ তাদের জনগণের অনুভূতির ভিত্তিতে সমাধান করা হবে।

নেপালি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময়, প্রচন্ডা বলেছিলেন যে ভারত ও নেপালের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ সমাধানের জন্য অন্যান্য বিকল্প পথ খোঁজা যেতে পারে। কালাপানি এলাকার মালিকানা নিয়ে নেপাল ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরোধ রয়েছে। নেপাল ও ভারতের মধ্যে ১৮১৬ সালে সুগৌলি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর আওতায় মহাকালী নদীকে ভারত ও নেপালের সীমান্ত হিসেবে বিবেচনা করা হতো। দীর্ঘদিন ধরে এর উৎস নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বিরোধ চলে আসছে। নেপালের কর্মকর্তারা বলছেন, ভারতের স্বাধীনতার পর বেশ কিছু বছর কালাপানি এলাকা নেপালের অধীনে ছিল। স্থানীয় জনগণ নেপাল

সরকারকে রাজস্ব দিতেন, তাদের কাছে এর প্রমাণও রয়েছে। ভারতীয় বাহিনীকে সেখানে অস্থায়ীভাবে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

২০১৯ সালে ভারত শাসিত কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহার করার সময়ে যে নতুন মানচিত্র প্রকাশ করে ভারত, সেখানে কালাপানিকে ভারতীয় ভূখণ্ডে দেখানো হয়েছিল।

এর প্রতিক্রিয়ায় নেপাল তার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মানচিত্রে কালাপানি, লিপুলেখ এবং লিম্পিয়াধুরাকে তাদের নিজেদের অঞ্চল হিসাবে দেখিয়েছিল।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল এসবি আস্থানার মতে, ভারতের কাছে এই অঞ্চলটির কৌশলগত গুরুত্ব অপরিসীম। এটি চীনের সীমান্তের কাছে অবস্থিত লিপুলেখ গিরিপথ আর কৈলাস মানস সরোবরের সংযোগকারী রাস্তার সঙ্গে যোগাযোগের পথ।

তিনি বলেন, ভারত ও নেপাল উভয়েরই নিজস্ব যুক্তি রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি নেপালের উদ্বেগগুলো নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। ভারতকেও অনেক ভাবতে হবে। কারণ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপারেই চীনা সেনারা অবস্থান করছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর আরেক অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল অশোক মেহতা, যিনি নেপাল ভারত সম্পর্কের উপর নজর রাখেন, তিনি মনে করেন যে উভয় পক্ষই এই সীমান্ত বিরোধ সমাধান করতে আলোচনা চালানোর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা খুবই ইতিবাচক। কিন্তু সম্ভাব্য দর কষাকষিটা সহজ হবে না। এ নিয়ে যথেষ্ট জটিলতা রয়েছে।

তিনি বলেন, নেপাল একতরফা ভাবে বিতর্কিত এলাকাগুলিকে মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করে সংবিধান পরিবর্তন করেছে। কিন্তু এই জমি ভারতের দখলে রয়েছে।

এখন এটি একটি 'নিরপেক্ষ' এলাকার বদলে অনেকটা যেন কাশ্মীরের মতো পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছে। তাই কোথা থেকে আলোচনাটা শুরু হবে, সেটা বড় প্রশ্ন, বলছিলেন জেনারেল মেহতা।

২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন প্রথমবারের মতো কাঠমাণ্ডু সফর করেছিলেন, তখনই বলা হয়েছিল যে কালাপানি এবং লাদাখের আলছি এলাকা নিয়ে যেসব বিরোধ আছে, তা নিয়ে বিদেশ সচিব পর্যায়ের আলোচনায় সমাধান বার করা হবে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে একটি বৈঠকও হয়নি।

নেপালের কয়েকজন কর্মকর্তা বলছেন, মানচিত্র নিয়ে বিরোধ অব্যাহত থাকলেও সীমান্ত ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তিগত কাজও খুবই ধীরগতিতে চলছে।

যৌথ সংবাদ সম্মেলনে সীমান্ত বিরোধ নিয়ে প্রচণ্ডা ও নরেন্দ্র মোদী দুজনেই কিছুটা আলোচনা করেন। কিন্তু ভারতের দেওয়া ২৪ দফা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এর কোনও উল্লেখ ছিল না।

আবার জমি হস্তান্তর নিয়ে নেপালে যে বিতর্ক চলছে, তা নিয়েও ভারতের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক মতামত দেওয়া হয়নি।

মি. আস্থানা বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে নেপালের সংযোগকারী সড়কটি শিলিগুড়ি করিডোরের কাছাকাছি এবং এটি ভারতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে ভারত কখনই এ নিয়ে আপোষ করবে না।

এই করিডোরকে চিকেন নেকও বলা হয়। এই এলাকা মাত্র ১৭ কিলোমিটার চওড়া। এটি পশ্চিমবঙ্গকে উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলির সঙ্গে যুক্ত করেছে। এটি নেপাল, বাংলাদেশ ও ভুটান - তিনটি দেশের সীমান্তেরই খুব কাছে। আবার উত্তর পূর্ব ভারতের সঙ্গে বাকি দেশের সংযোগ রক্ষা করে এই অংশটিই।

তাই একে উত্তর পূর্বের জীবন রেখাও বলা হয়।

এই এলাকার রেলওয়ে নেটওয়ার্ক ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ভারত চীন সীমান্তের কাছে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা পর্যন্ত পৌঁছতে সাহায্য করে।

জেনারেল আস্থানা বলেছেন, কোন সন্দেহ নেই যে শিলিগুড়ি করিডোর ভারতের জন্য ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ। তাই এটা নিয়ে ভারত আপোষ করবে না।

মি. আস্থানা বলেন, আমরা শুধু ভারতীয় ভূখণ্ডে চীনা সেনাদের থামাইনি। আমরা ভুটানের ভূখণ্ডে পৌঁছিয়ে গিয়েছিলাম। বুঝতেই পারছেন ভারত এই এলাকার ভৌগোলিক অবস্থানকে কতটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখে।

তিনি বলেন, এই করিডোর নিয়ে যেকোনো ধরনের চুক্তি হলে তা হবে ভারতকে দুই ভাগে ভাগ করার মতো। কারণ উত্তর পূর্বের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের এটাই একমাত্র পথ।

কাকড়ভিট্টা ফুলবাড়ি বাংলাদেশ ট্রানজিট রুট সম্পর্কে নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৭ সালে।

এরপর বাংলাদেশ নেপালকে মংলা ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দেয়।

জেনারেল মেহতা বলেছেন যে শিলিগুড়ি করিডোরের কৌশলগত গুরুত্ব সম্পর্কে ভারতের সবাই জানে।

তিনি আরও বলছিলেন যে নেপালের প্রধানমন্ত্রী এই বার্তা দিয়েছেন যে তিনি সীমান্ত ইস্যুতে কোনও চাপের মুখে পড়েন নি। তিনি ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, তারা ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে।

আমার মনে হয় যে পররাষ্ট্র সচিবদের মধ্যে আলোচনা শুরু হতে পারে। অন্তত মানুষ বুঝবে যে আলাপ আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে আমার মনে হয় না যে আলোচনাটা খুব সহজ হবে, মন্তব্য জেনারেল মেহতার।

টুকরো খবর

মার্কিন কংগ্রেসম্যান বা ইইউ এমপিদের চিঠি সরকারের জন্য কতটা উদ্বেগের?

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন 'নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু এবং পক্ষপাতহীন অনুষ্ঠানের জন্য ভূমিকা রাখতে' ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্টের কাছে সোমবার চিঠি পাঠিয়েছেন ছয়জন এমইপি। একই দিন আরেক চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যেন জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের নিযোগের ক্ষেত্রে তাদের মানবাধিকার রেকর্ড যাচাই বাছাই করা হয়। এ মাসের শুরুতেই যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্যও এরকম দাবি তুলে প্রেসিডেন্টের কাছে একটি চিঠি দিয়েছেন। সেখানে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধে' এবং 'জনগণকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে অংশ নেয়ার সুযোগ করে দিতে' উদ্যোগ নেয়ার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টকে আহ্বান জানানো হয়েছে। এসব বক্তব্য আসছে এমন সময়, যখন বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু গত দুইটি

সাধারণ নির্বাচনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে বিভিন্ন মহলে। এই বছরের শেষ নাগাদ বা সামনের বছরের শুরুতে বাংলাদেশের যে জাতীয় নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে, সেই সময়ের সরকার ব্যবস্থা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে ক্ষমতাসীন দল এবং বিরোধীদের মধ্যে। নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া নির্বাচনে না যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন কংগ্রেসম্যান বা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের চিঠি সরকারের জন্য কতটা উদ্বেগের?

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন ঘিরে বিভিন্ন সময়ে বিদেশি আইন প্রণেতারা বা কূটনৈতিকরা মন্তব্য করলেও সম্প্রতি সেই প্রবণতা অনেক তীব্র হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, জাপানসহ একাধিক দেশের কূটনীতিকরা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশের নির্বাচনের দিকে সারা বিশ্ব তাকিয়ে রয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন, 'বাংলাদেশের পরবর্তী নির্বাচন যাতে অবাধ ও সুষ্ঠু হয়, সেজন্য আমরা তো অবশ্যই, সারা বিশ্ব তাকিয়ে আছে। এর একমাস পরেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন ছয় কংগ্রেসম্যান।

কূটনীতি বিশ্লেষকরা বলছেন, কংগ্রেসম্যান বা পার্লামেন্ট সদস্যদের এ ধরনের চিঠিতে তাৎক্ষণিকভাবে কোন ফলাফল দেখা না গেলেও এসব চিঠি খতিয়ে দেখার জন্য সেসব দেশের সরকারের ওপর চাপ তৈরি হয়। ফলে তারা নানারকম ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন বলছেন, 'বাংলাদেশের সরকারের নিঃসন্দেহে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো বিষয় আছে। যদিও তারা ভাব দেখাচ্ছেন যে, এতে তাদের কিছু আসে যায় না,এরকম চিঠিই আসে। কিন্তু উদ্বেগ না থাকলে যে দৌড়ঝাঁপ আমরা দেখেছি, তা দেখা যেতো না।' তিনি মনে করেন, ছয়জন মার্কিন কংগ্রেস সদস্য বা ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ছয় এমপি হয়তো সেখানকার সরকারের কেউ নন। কিন্তু ওসব দেশের সরকার ব্যবস্থা এমন যে, পার্লামেন্ট সদস্যরা কোন বিষয়ে প্রশ্ন তুললে বা উদ্বেগ জানালে সরকার বা সংস্থা সরাসরি এড়িয়ে যেতে পারে না। ফলে তাদের ওপরেও একটা চাপ তৈরি হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বলছেন, ''ইউরোপীয় সমাজ বলেন বা মার্কিনীদের সমাজ বলেন, সেখানে গর্ভন্যান্সকে নীতির সাথে সম্পৃক্ত রাখে। সেখানে একটা ভয়েজও যদি যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহলে সেটা শোনা হয়। সুতরাং বিষয়টা কতটা বস্তুনিষ্ঠ, তার ওপরে নির্ভর করে তাদের কথাগুলো রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ে কতটা শোনা হবে।'

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার বা নেতারা দৃশ্যত এসব চিঠি বা উদ্বেগ প্রকাশকে খুব একটা আমলে নিচ্ছেন না বলে বক্তব্য দিয়েছেন। মার্কিন কংগ্র্যাসম্যানদের চিঠির এক প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেছেন, চিঠিতে অতিরঞ্জন ও অসঙ্গতি রয়েছে। তিনি বলেছেন, ''এরকম চিঠি অতীতেও এসেছে, ভবিষ্যতে আরও বড় আকারে আসতে পারে। নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসবে এই ধরনের কার্যক্রম তত বাড়তে থাকবে।'' প্রতিমন্ত্রী বলেন, ''বিদেশে কারো কাছে ধর্না দিয়ে বা কারো চাপে পড়ে বা কারো সঙ্গে সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতেই হবে এরকম কোনও নীতির প্রতি অগ্রসর হয়ে বাংলাদেশের মানুষকে পেছনে ফেলে দেওয়ার নীতিতে আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে না।'' তবে যে মার্কিন সদস্যরা এই চিঠি পাঠিয়েছেন, তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের কর্মকর্তারা কথা বলবেন বলেও তিনি জানিয়েছেন। তাদের বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে নিয়মিত জানানো হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। আওয়ামী লীগের নেতারা মনে করেন, বাংলাদেশের বিরোধী দলগুলোর তদবিরের কারণেই বিদেশে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে এসব আলোচনা বা চিঠি পাঠানো হচ্ছে। ফলে এসব বক্তব্য তারা আমলে নিতে চান না। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ বিবিসি বাংলাকে বলেন, ''বিএনপি জামায়াত এই সরকারের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালের যুদ্ধাপরাধীদের রায় হওয়ার পর থেকেই লবিস্ট নিযোগ করে সরকারের বিরুদ্ধে নানান ধরনের মিথ্যাচার করে আসছে। যদি অর্থের বিনিময়ে কোথাও কোন ব্যক্তি বিবৃতি দেয়, সেটা নিয়ে আমাদের কি এখানে আমলে নেয়ার কি কোন প্রযোজন আছে?'' আওয়ামী লীগের নেতারা যাই বলুক, এসব বক্তব্য যে তাদের মধ্যে একটা উদ্বেগ তৈরি করছে। এ কারণেই কর্মকর্তাদের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে নানারকম তদবির বা চেষ্টা করা হয়েছে। ভিসা কড়াকড়ি নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কোন কোন নেতা। বাংলাদেশের গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ নিরসনে বাংলাদেশের তরফ থেকে একাধিকবার আশ্বস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বলছেন, ''বিষয়গুলো নিশ্চয়ই আমাদের জন্য চিন্তার কারণ, কারণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের যে ভাবমূর্তি আছে, এগুলো তার সাথে সম্পর্কিত, অর্থনীতির সাথেও সম্পর্কিত।'' যদিও নির্বাচনের এখনো ছয় থেকে সাত মাস বাকি আছে। কিন্তু তার আগে বিভিন্ন দেশ থেকে একটার পর একটা উদ্বেগ জানানো হচ্ছে, কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞার পর ভিসা নিয়ে কড়াকড়ির মতো পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে। সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন বলছেন, ''এসব উদ্যোগের ফলে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে পারেন। কারণ বেশিরভাগ নিষেধাজ্ঞা আসবে ব্যক্তির ওপরে। ফলে যারাই নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনায় জড়িত থাকবে, তারা খানিকটা চিন্তায় থাকবেন যে, সেখানে কোন উল্টাপাল্টা কিছু হলে তাদের সমস্যা হবে কিনা।''

ফেনী নদী থেকে জল উত্তোলন নিয়ে বাংলাদেশ-ভারতের মতবিরোধ

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশ-ভারত আন্তঃসীমান্ত ফেনী নদীর জল প্রত্যাহারের পদ্ধতি নিয়ে ভারতের দেয়া প্রস্তাবের বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। ভারত চাইছে তারা নদীর মাঝখানে গভীরে কূপ খনন করে পাইপের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করবে। কিন্তু বাংলাদেশ এ প্রস্তাবে সম্মতি দেয়নি। ঢাকা তাদের প্রস্তাবে জানিয়েছে নদীর পাড়ে কূপ খনন করে জল প্রত্যাহার করতে। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুম অঞ্চলে খাবার জলের সংকট দূর করতে এই ফেনী নদী থেকে ১.৮২ কিউসেক জল উত্তোলনের বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে ২০১৯ সালের ৫ই অক্টোবর সমঝোতা স্মারক সই হয়েছিল। এই সমঝোতা বাস্তবায়নে গত ১২ই জুন দুই দেশের টেকনিক্যাল কমিটি কূপ খননের স্থান নির্ধারণ ও

জল উত্তোলনের পদ্ধতি চূড়ান্ত করতে নদীর সম্ভাব্য কিছু স্পটে যৌথ পরিদর্শন করেন। কিন্তু জল উত্তোলনের পদ্ধতি নিয়ে মতবিরোধের কারণে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেননি কর্মকর্তারা। সে সময় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হয়, ফেনী নদীর মৈত্রী সেতু থেকে কয়েক মিটার দূরে ভারতীয় অংশে নদীর পাড়ে এই কূপ খনন করতে এবং সেখান থেকে নালার মাধ্যমে পাম্পের সাহায্যে জল উত্তোলন করা হবে। কিন্তু ভারত তাদের প্রস্তাবে নদীর মাঝখানে কূপ খননের কথা বলে আসছে। ভারতের দাবি, খাল কেটে পাম্প দিয়ে জল প্রত্যাহার করলে বার বার পলি জমে যাবে। কিন্তু নদী থেকে সরাসরি জল তুললে সেই আশঙ্কা নেই।

গ্রিসে ভয়াবহ নৌকাডুবি ঃ নিহত ৭৯, মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা

গ্রিস (এজেন্সী) ঃ গ্রিসের দক্ষিণ উপকূলে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের বহন করা একটি মাছ ধরার নৌকা ডুবে অন্তত ৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং একশোরো বেশি মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে।

তবে গ্রিক কর্মকর্তা এবং বেঁচে ফেরা ব্যক্তিরা জানিয়েছেন নৌকায় আরও কয়েকশো মানুষ ছিল। দেশটির সরকার বলছে, গ্রিসে সবচেয়ে বড় অভিবাসী ট্রাজেডিগুলোর একটি এটি।

তিনদিনের শোক ঘোষণা করেছে গ্রিস।

গ্রিসের কোস্টগার্ড বলেছে, মঙ্গলবার দিনশেষে আন্তর্জাতিক জলসীমায় নৌকাটি দেখা যায় ইইউ সীমান্ত সংস্থা ফ্রন্টেক্সের একটি বিমান থেকে।

নৌকাটিতে থাকা যাত্রীদের কেউই লাইফ জ্যাকেট পরা ছিল না এবং কোস্টগার্ড বলছে যে তারা কোনও সাহায্য নিতেও অস্বীকৃতি জানায়।

দেশটির নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে উদ্ধৃত করে গ্রিসের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইআরটি জানিয়েছে, স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ নৌকাটির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল এবং সাহায্যের প্রস্তাবও দিয়েছিল।

কিন্তু বারবার তারা জবাব দেয়, আমরা ইটালিতে যেতে চাই, এছাড়া আর কিছুই চাই না।

এর কয়েকঘণ্টা পর স্থানীয় সময় রাত একটার দিকে নৌকা থেকে একজন গ্রিক কোস্টগার্ডকে বার্তা পাঠাতে থাকে যে নৌকাটির ইঞ্জিন কাজ করছে না। এর কিছুক্ষণ পরই নৌকাটি ডুবে যায়, এবং মাত্র ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে নৌকাটি পুরোপুরি ডুবে যায়।

প্রায় সাথে সাথেই অনুসন্ধান ও উদ্ধার তৎপরতা শুরু হয়েছিল। তবে প্রবল বাতাসের কারণে উদ্ধারকাজ চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

ভূমধ্যসাগর থেকে এক অভিবাসীকে উদ্ধার করা হচ্ছে। এটি ২০১৭ সালের ছবি। প্রতিবছর শত শত অভিবাসী প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সাগর পথে ইটালিতে ঢোকার চেষ্টা করে।

সমুদ্রে সমস্যায় পড়া অভিবাসীদের জন্য জন্য জরুরি হেল্পলাইন অ্যালার্ম ফোন বলছে যে 'সাহায্য পাঠানোর আগে নৌকাটি যে সমস্যায় পড়েছে, এ বিষয়ে সচেতন ছিল কোস্টগার্ড'।

এছাড়া বিভিন্ন মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ জানতে পেরেছিল নৌকাটি ঝামেলায় পড়েছে।

তারা আরও বলছে যে এরকম সমস্যায় পড়লে মানুষ হয়তো গ্রিক কর্তৃপক্ষকে জানাতে ভয় পায়, কারণ দেশটি 'নিয়মতান্ত্রিক ও ভয়াবহ পন্থায় পুশব্যাক' করে।

নৌকাটি লিবিয়া থেকে ইতালি যাচ্ছিল বলে খবর পাওয়া গেছে। যাত্রীদের বেশিরভাগেরই বয়স ছিল ২০ এর কোঠায়।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, নৌকাটি বেশ কিছুদিন ধরেই সাগর পথে ভ্রমণ করছিল এবং মঙ্গলবার বিকেলেই সেটিকে দেখা গেছে একটি মল্টিজ কার্গো জাহাজের কাছে, যে জাহাজটি খাবার ও পানি সরবরাহ করে। নৌকাটিতে পাঁচশো থেকে সাতশোর মতো মানুষ ছিল বলে ধারণা দিচ্ছেন বেঁচে ফেরা ব্যক্তিরা।

আরও মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করছেন কর্মকর্তারা।

গ্রিসের কোস্টগার্ডের ক্যাপ্টেন নিকোলাস অ্যালেক্সিউ স্থানীয় টেলিভিশনকে বলেছেন, তাঁর সহকর্মীরা নৌকার ডেকে একদল লোক দেখেছেন। ভূমধ্যসাগরের গভীরতম অংশের একটিতে নৌকাটি ডুবে গেছে।

নৌকাটিতে থাকা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের পরিচয় এখনও জানা জানা যায়নি। জীবিত উদ্ধার হওয়াদের গ্রিসের কালামাতা শহরের একটি হাসপাতালে রাখা হয়েছে।

গ্রিসের অভিবাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ইয়োরগোস মিশাইলিদিস বিবিসির ওয়ার্ল্ড টুনাইট প্রোগ্রামে বলেছেন গ্রিস বরাবরই ইইউকে বলে আসছে একটি 'কঠোর অভিবাসন নীতি' প্রণয়ন করতে হবে।

যাদের সত্যিকার অর্থে অভিবাসন প্রয়োজন তাদের গ্রহণ করতে হবে, শুধুমাত্র অর্থ আছে এমন লোকদের নয়, যারা পাচারকারীদের অর্থ দিয়ে অভিবাসী হতে চায়।

এখন এমন অবস্থা যে পাচারকারীরাই সিদ্ধান্ত নেয় কারা ইউরোপে আসবে বলেন মি. মিশাইলিদিস।

যাদের সত্যি প্রয়োজন তাদের জন্য আশ্রয়, সহায়তা এবং নিরাত্তা প্রদান করা ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাজ। এটা শুধু ইটালি, গ্রিস বা সাইপ্রাসের সমস্যা নয়। এটা নিয়ে ইইউকে ভাবতে হবে। একটা শক্ত অভিবাসন নীতি তাদের অবশ্যই প্রণয়ন করতে হবে।

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া এবং আফ্রিকা থেকে শরণার্থী ও অভিবাসীদের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রবেশের অন্যতম প্রধান পথ গ্রিস।

জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী, টলতি বছর এ পর্যন্ত ৭০ হাজারেরও বেশি শরণার্থী ও অভিবাসী ইউরোপের প্রথম সারির দেশগুলোতে প্রবেশ করেছে, যাদের বেশিরভাগই ইটালিতে প্রবেশ করেছে।

বেলারুশে রুশ পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে পশ্চিমাদের 'মৌনতায়' ক্ষুব্ধ বিরোধী নেত্রী

বেলারুশ (এজেন্সী) ঃ বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেংকো মঙ্গলবার নিশ্চিত করেছেন রাশিয়া থেকে পারমাণবিক বোমা এবং ক্ষেপণাস্ত্র তার দেশের মাটিতে এসে পৌঁছুতে শুরু করেছে। রুশ এক টিভির সাথে একান্ত এক সাক্ষাৎকারে তিনি একথা প্রকাশ করেন।

পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারস থেকে বিবিসির সংবাদদাতা সারাহ রেইন্সফোর্ড বলছেন রুশ পারমাণবিক অস্ত্র যে বেলারুশে মোতায়েন শুরু হয়ে গেছে তা জানান দিতেই সম্ভবত ঐ সাক্ষাৎকারের আয়োজন করা হয় ।

প্রেসিডেন্ট পুতিন মার্চে বলেছিলেন রাশিয়া পয়লা জুলাইয়ের মধ্যে বেলারুশে কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র সংরক্ষণের জন্য স্থাপনা নির্মাণের কাজ শেষ করবে। সেসময় মি. পুতিন আরো বলেন, অল্প সংখ্যক ইস্কান্দার ট্যাকটিকাল মিসাইল সিস্টেম - যা দিয়ে পারমাণবিক অস্ত্র নিক্ষেপ করা যায় - ইতোমধ্যেই বেলারুশে স্থানান্তর করা হয়েছে। ।

ধারণা করা হচ্ছিল রুশ পারমাণবিক অস্ত্র বেলারুশে মোতায়েনে কিছুটা হয়ত সময় লাগবে। কিন্তু বেলারুশের প্রেসিডেন্ট এখন বললেন পারমাণবিক অস্ত্র ইতিমধ্যেই তার দেশের মাটিতে। রুশ টিভির সাথে সাক্ষাৎকারের সময় সাংবাদিক যখন মি. লুকাশেংকোকে প্রশ্ন করেন তিনি কি এরই মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্রের চালান পেয়ে গেছেন? উত্তরে হেসে তিনি জবাব দেন, সবগুলো নয়, ধীরে ধীরে।''

বেলারুশের প্রেসিডেন্টের কথা সত্যি হলে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার পর এই প্রথম রাশিয়া তার সীমানার বাইরে পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন করলো।

বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেংকো মঙ্গলবার নিশ্চিত করেছেন রাশিয়া থেকে পারমাণবিক বোমা এবং ক্ষেপণাস্ত্র তার দেশের মাটিতে এসে পৌঁছুতে শুরু করেছে।

বেলারুশে পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন নিয়ে তার উদ্বেগ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সেদেশের বিরোধী নেত্রী সোয়েতলেনা তিখানোভস্কায়া, যিনি ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারসতে বিবিসির সারাহ রেইন্সফোর্ডের সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিজ তিখানোভস্কায়া বলেন প্রেসিডেন্ট লুকাশেংকোর মত একজন উন্মাদ একনায়কের হাতে রুশ পারমাণবিক অস্ত্র পড়লে তা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

তিনি এনিয়ে পশ্চিমা রাজনীতিকদের সমালোচনা করে বলেন তারা চুপ করে রয়েছেন।

নেটো দেশগুলোর জন্য এই অস্ত্র মোতায়েন নতুন কোনো হুমকি তৈরি করছে না। সুতরাং তারা এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেননা, বলেন মিজ তিখানোভস্কায়া।

কিন্তু বেলারুশ আমাদের দেশ, আমরা সেখানে পারমাণবিক অস্ত্র চাই না। আমাদের স্বাধীনতা ধরে রাখার জন্য এটি ছিল সর্বশেষ উপায়। কিন্তু তারা (পশ্চিমারা) এ নিয়ে চুপ।

রুশ টিভির সাথে সাক্ষাৎকারে বেলারুশের প্রেসিডেন্ট বলেন যে যেসব বোমা রাশিয়া থেকে আসছে তা হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে ফেলা আমেরিকান বোমার চেয়ে তিনগুণ শক্তিধর।

বেলারুশের প্রেসিডেন্ট বলেন, তার ভাষায়, বিদেশীদের আগ্রাসন থেকে সুরক্ষার জন্য এখন পারমাণবিক অস্ত্র তার দেশের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। আমি রাশিয়ার কাছে দাবি করেছি পারমাণবিক অস্ত্র ফেরত পাঠাতে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর ইউক্রেন, বেলারুশ ও কাজাখস্তানে মোতায়েন সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্র রাশিয়ার কাছে স্থানান্তর করা হয়েছিল। ঐ প্রক্রিয়া শেষ হয় ১৯৯৬ সালে।

রাশিয়া বলছে বেলারুশে মোতায়েন পারমাণবিক অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ মস্কোর হাতে থাকবে।

মি. লুকাশেংকো বলেছেন, শুধু প্রতিরক্ষার কথা মাথায় রেখে এই অস্ত্র মোতায়েন করা হচ্ছে।

আমি আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা করছি না ...ট্যাকটিকাল অস্ত্র নিয়ে ভয়ের কিছু নাই, বলেন মি লুকাশেংকো। ইস্কান্দার (রকেট) ৫০০ কিলোমিটার বা তার কিছু বেশি দূরত্বে যায়।

রুশ হামলায় আবার লণ্ডভণ্ড বন্দর শহর ওডেসা

ওডেসা (এজেন্সী) ঃ রাশিয়ার সমুদ্র থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র ইউক্রেনের বন্দর শহর ওডেসাতে আঘাত হেনেছে। মারা গেছে তিনজন এবং আহতের সংখ্যা ১৩। হতাহতরা একটা দোকানের গুদামঘরের ভেতর ছিল, যেখানে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে আগুন ধরে যায়।

সেখান থেকে মানুষজনকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে এবং উদ্ধারকারীরা ধ্বংসস্তুপ সরিয়ে জীবিতদের উদ্ধারের কাজ করছে।

রুশ মিসাইল ওডেসা শহরের কেন্দ্রে একটি ব্যবসা কেন্দ্র, একটি কলেজ, কিছু দোকানপাট, রেস্তোরাঁ এবং কিছু আবাসিক ভবনে আঘাত হেনেছে বলে ইউক্রেন জানাচ্ছে। এই হামলায় আহত হয়েছে ছয়জন।

আরেকটি পৃথক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় পূর্ব দোনেৎস্ক এলাকার ইউক্রেন নিয়ন্ত্রিত অংশে তিনজন বেসামরিক মানুষ মারা গেছে।

ইউক্রেন বলছে রাতভর ১০টি ক্ষেপণাস্ত্র এবং ১০টি ড্রোন ব্যবহার করে হামলা চালানো হয়েছে, তবে বেশিরভাগই গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে।

ওডেসা সামরিক প্রশাসনের একজন মুখপাত্র সেরহি ব্রাটচুক টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপে একটি ভিডিও এবং কিছু ছবি পোস্ট করেছেন যেখানে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি বহুতল ভবনের দেওয়াল ধসে গুঁড়িয়ে গেছে এবং জানলার কাঁচ উড়ে গেছে। এবং একটি গুদামে লাগা আগুন আয়ত্তে আনতে হিমশিম খাচ্ছে দমকলকর্মীরা।

দক্ষিণাঞ্চলীয় অপারেশন কমান্ডের বরাত দিয়ে কিয়েভে একটি টিভির খবরে বলা হয়েছে কৃষ্ণ সাগরে একটি জাহাজ থেকে ওডেসা লক্ষ্য করে চারটি ক্যালিবার ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে।

ওয়ান প্লাস ওয়ান নামে এই টিভি চ্যানেল জানাচ্ছে ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুটি ক্ষেপণাস্ত্র গুলি করে ভূপাতিত করেছে। একটি ক্ষেপণাস্ত্র একটি দোকানের গুদামের ওপর গিয়ে পড়লে সেখানে আগুন ধরে যায়। তারা জানায় গুদামের তিনজন কর্মী নিহত এবং সাতজন আহত হয়েছে।

সেনা কমান্ড থেকে জানানো হয়েছে আরও মানুষ গুদামের ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পড়ে থাকতে পারে।

সেনা কমান্ড থেকে আরও বলা হয়েছে রাতের বেলা ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে শহর কেন্দ্রে একটি ব্যবসা কেন্দ্র, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, একটি আবাসিক ভবন, এবং কয়েকটি কাফে এবং রেস্তোরাঁ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ওডেসা বন্দর কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। কৃষ্ণ সাগর দিয়ে ইউক্রেনের শস্য রপ্তানির জন্য এই বন্দর খুবই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ। যুদ্ধ চলাকালীন এই বন্দরের ওপর একাধিকবার হামলা হয়েছে।

ওডেসার ওপর এই হামলা হল এমন সময় যখন ইউক্রেনও এলাকা পুনর্দখলের জন্য পাল্টা লড়াই চালাচ্ছে। ইউক্রেনের কর্মকর্তারা দাবি করছেন গত তিন দিনে তারা এক বর্গ মাইল এলাকা পুনর্দখল করেছেন।

রাশিয়া ওডেসার ওপর তাদের সর্বসাম্প্রতিক হামলা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোন মন্তব্য করেনি।

তবে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মঙ্গলবার দাবি করেছেন ইউক্রেনের পাল্টা হামলা ব্যর্থ হয়েছে এবং ইউক্রেন সেনাবাহিনীতে বড়ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

যুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকদের সঙ্গে এক বৈঠকের সময় মি. পুতিন বলেছেন কিয়েভের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে। তিনি দাবি করেছেন ইউক্রেনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ রাশিয়ার তুলনায় দশ গুণ বেশি।

তবে ইউক্রেনের পাল্টা হামলা ব্যর্থ হয়েছে এমন কথা মানতে রাজি নন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি।

গতকাল রাতে এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেছেন –আমাদের সৈন্যরা এগোচ্ছে।

একই মন্তব্য করেছেন দেশটির সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ ভ্যালেরি জালুঝনিও। টেলিগ্রাম অ্যাপে তিনি লিখেছেন,কিছু সাফল্য এসেছে, আমরা আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি অগ্রগতি হচ্ছে।

দুপক্ষই প্রতিদিন শত্রু পক্ষের ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান দিচ্ছে, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে এসব তথ্য যাচাই করা অসম্ভব।

মি. পুতিন যুদ্ধ সংবাদদাতাদের সঙ্গে তার বৈঠকে যেসব বিবৃতি দিয়েছেন তাতে মূলত রাশিয়ার জয়গান থাকলেও তিনি স্বীকার করেছেন যে ইউক্রেন সম্প্রতি তাদের সীমান্তের ভেতর থেকে রাশিয়ার ওপর যে হামলা চালিয়েছে তা রাশিয়ার আগে থেকে ধরতে পারা উচিত ছিল।

তিনি বলেন ইউক্রেনের ভূখণ্ডে এমন একটা ব্যূহ গড়ে তোলার কথা তিনি বিবেচনা করছেন যে দূরত্ব থেকে ইউক্রেনের পক্ষে রাশিয়ায় ঢোকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

তিনি আরও বলেন, গত বছর অস্ত্র উৎপাদন বাড়ানোর পরেও রাশিয়ার হাতে যথেষ্ট সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত হানার সামরিক সরঞ্জাম, যোগাযোগের যন্ত্রপাতি, বিমান এবং ড্রোন নেই।

বিবিসির ইউরোপ বিষয়ক ডিজিটাল সম্পাদক পল কারবি বলছেন এই যুদ্ধের শুরু থেকেই ওডেসা রাশিয়ানদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু এবং মাঝেমাঝেই ওডেসার ওপর রুশরা ধ্বংসাত্মক ও প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে। তিনি বলছেন সর্বসাম্প্রতিক এই বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা স্পষ্টতই চালানো হয়েছে আরও পূব দিকে ইউক্রেনের সামরিক হামলার জবাবে। রাশিয়া প্রমাণ করতে চাইছে যে ইউক্রেনের বড় বড় শহরগুলোতে আঘাত হানার সক্ষমতা তাদের এখনও রয়েছে।

এর আগে পর্যন্ত রাশিয়া শুধু ওডেসা বন্দরকেই টার্গেট করেছে।

কিন্তু গত রাতের হামলায় তারা আবাসিক এলাকাতেও হামলা চালিয়েছে। তবে ঐতিহাসিক শহরটির একেবারে কেন্দ্রস্থল বড়ধরনের ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে গেছে বলে পল কারবি জানাচ্ছেন।

গত বছর সেখানে দুটি শিল্পকলা যাদুঘরে আঘাত হানা হয়েছে। কিন্তু শহরের অপেরা এবং ব্যালে থিয়েটার হল অক্ষত রয়েছে এবং সেখানে পুরো গ্রীষ্ম মরশুমে নানা ধরনের অনুষ্ঠান চলছে। এই শহরে বাস করেন মিশ্র জাতি বর্ণের মানুষ।

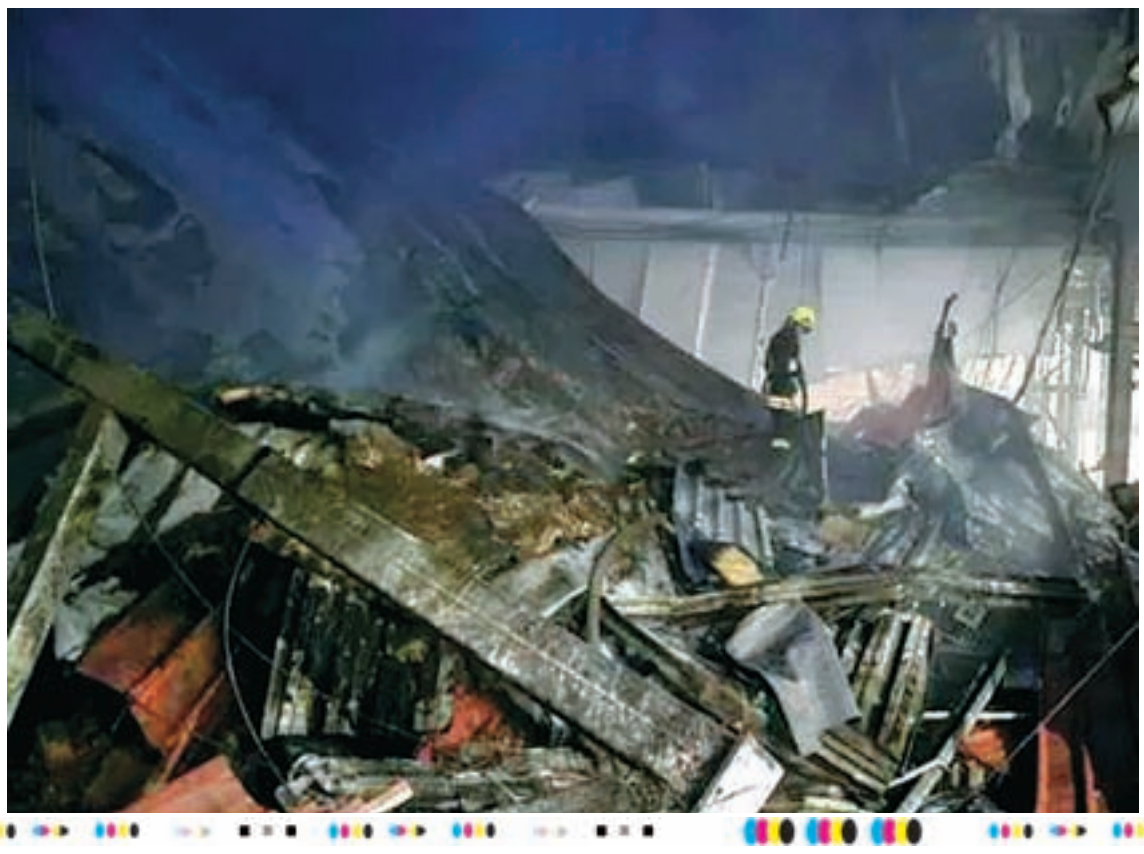

'সেন্টমার্টিন চায় যুক্তরাষ্ট্র, সংসদে রাশেদ খান মেনন'

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ 'সেন্টমার্টিন চায় যুক্তরাষ্ট্র', সংসদে রাশেদ খান মেনন, দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম এটি। এতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি 'রেজিম চেঞ্জের' কৌশলের অংশ উল্লেখ করে ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন দাবি করেছেন, তারা সেঃটমার্টিন চায়, কোয়াডে (কোয়াড্রিলেটারাল সিকিউরিটি ডায়ালগ) বাংলাদেশকে চায়। বর্তমান সরকারকে হটানোর লক্ষ্যে তারা সব কিছু করছে। বুধবার জাতীয় সংসদে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। একই বিষয়ে নিয়ে সমকালের খবর মার্কিনিরা সেন্টমার্টিন চায়, বর্তমান সরকারকে হটাতে সব করছে মেনন। এতে বলা হয়েছে, নির্বাচনকে উপলক্ষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি 'রেজিম চেঞ্জের' (ক্ষমতা বদল) কৌশলের অংশ বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ও সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন। তিনি আরো বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যারা বন্ধু, তাদের শত্রুর প্রয়োজন নেই। বেশকিছু সময় আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে বাগে রাখতে স্যাংশন দিয়েছে। এখন নির্বাচনকে উপলক্ষ করে ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে। এটা কেবল দূরভিসন্ধিমূলকই নয়, তাদের 'রেজিম চেঞ্জে'র কৌশলের অংশ। তারা সেন্টমার্টিন চায়, কোয়াডে বাংলাদেশকে চায়। নয়া দিগন্তের শিরোনাম, শেখ হাসিনার অবস্থানকে চীনের সমর্থন। এতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অবস্থানের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছে চীন। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শক্ত অবস্থান নিয়ে শুধু বাংলাদেশের জনগণের পক্ষেই কথা বলছেন না, তিনি কথা বলেছেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বের হয়ে। এই সংবাদটি প্রায় প্রতিটি পত্রিকাতেই এসেছে। চীনের মাধ্যমে হচ্ছে না বকেয়া পরিশোধ, সমকালের শিরোনাম এটি। এতে বলা হয়েছে, ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর নিষেধাজ্ঞায় পড়েছে রাশিয়া।